গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগ: **স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ**

বিষয়: ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ সংক্রান্ত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন অর্থবছর: ২০২১-২২	মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ/ডেন্টাল কলেজে ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীদের নিকট হতে ভর্তির আবেদনের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হতো। বর্ণিত নীতিমালার বিধান অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আবেদনসমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের মার্কস সমতাকরণ সম্পন্ন করার পর যোগ্য (Eligible) শিক্ষার্থীগণ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা প্রতিপালনে ব্যত্যয়, মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত বেসরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অনৈতিক তদবিরসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের উদ্ভব ঘটতো। উদ্ভাবনী ধারণা: স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ একটি উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০' সংশোধন করে মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০১২' প্রণয়নপূর্বক বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়: “১০.২ সরকারি/বেসরকারি মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে	কার্যকর আছে	বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন হার্ড কপির পাশাপাশি অনলাইনে গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইনে এন্ট্রি/আবেদন না করে কোনো শিক্ষার্থী মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত সরাসরি কোনো বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে না পারায় দালালচক্রের অপতৎপরতা বন্ধ করা সহজ হয়েছে। ভর্তির আবেদন প্রেরণ ব্যতীত বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কথিত ডি.ও. লেটারসহ সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তির অনৈতিক তদবিরের বিদ্যমান প্রবণতাও রোধ করা সম্ভব হয়েছে।	https://foreignstudents.dgme.gov.bd/login	-

		ভর্তির জন্য বিদেশি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভর্তির বিজ্ঞপ্তি জারির পর স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্ধারিত অনলাইন প্লাটফর্মে আবেদন করিবে। অতঃপর অনলাইন আবেদনের একটি প্রিন্টেড কপি এবং নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সনদপত্র ও নম্বরপত্রের প্রত্যায়িত কপিসহ সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে অথবা বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ঐ দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র প্রেরণ করিবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রাপ্ত আবেদনসমূহের তালিকা প্রস্তুত করিয়া আবেদনগুলো স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে এবং একটি তালিকা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করিবে।” সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন হার্ড কপির পাশাপাশি অনলাইনে গ্রহণের লক্ষ্যে ‘www.dgme.gov.bd’ পোর্টালে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্লাটফর্মের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তির আবেদন অনলাইনে দাখিল করে তার প্রিন্টেড কপিসহ হার্ড কপি দাখিল করতে হবে। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তির সার্কুলারে অনলাইনে আবেদন দাখিলের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।				
০২.	ক) দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়নের জন্য সরকারি চিকিৎসকদের ‘প্রেষণ মঞ্জুর সেবা’ সহজীকরণ অর্থবছর: ২০২১-২২	পূর্বে সরকারি চিকিৎসকগণ দেশের অভ্যন্তরে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্ব স্ব অধিদপ্তরে প্রেরণ করতেন। একজন চিকিৎসককে তার কর্মস্থল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে তার সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে আবেদন প্রেরণ করতে হতো। সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করতো। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরিত আবেদনগুলো প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য নথিতে উপস্থাপনপূর্বক অনুমোদন গ্রহণ করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করা হতো। পরবর্তীতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ হতে প্রেষণ আবেদন মঞ্জুর/নামঞ্জুর করা হতো। এ দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রেষণ পাওয়ার	কার্যকর আছে	পূর্বে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত মেডিকেল কলেজ/ আইএইচটি/ম্যাটস পর্যায় থেকে প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে ৫টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হতো। মেডিকেল কলেজ	https://mefwd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mefwd.portal.gov.bd/sps_data/33967e62_aaa8_499d_9b8f_f60ba51	-

		ক্ষেত্রে একজন চিকিৎসককে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হতো। প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অনেক সময় কোর্স শুরু হওয়ার ২/৩ মাস পর জি.ও. জারি করা হতো। ফলে শিক্ষার্থীগণকে বিলম্বে কোর্সে যোগদান করতে হতো। বর্তমানে চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুরের আবেদন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের HRIS এর মাধ্যমে Online এ গ্রহণ করার ফলে এ সেবাটি আরও সহজতর উপায়ে প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায়, চিকিৎসকদের প্রেষণ মঞ্জুর সেবা সহজীকরণের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত রোডম্যাপ অনুযায়ী উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারি চিকিৎসকগণ নির্ধারিত ফরম্যাটে স্ব-স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্সসহ সরাসরি স্ব-স্ব অধিদপ্তরের Web Portal এ আবেদন করতে পারছেন। স্ব-স্ব অধিদপ্তর আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদন যাচাই-বাছাই করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি করে। সেবা সহজীকরণের বর্ণিত প্রক্রিয়াটি প্রাথমিকভাবে বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের চিকিৎসকগণের জন্য অনুসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য চিকিৎসকগণের জন্য অনলাইন প্লাটফর্ম প্রস্তুত হলে একই প্রক্রিয়ায় সেবা সহজীকরণ করা হবে।		হাসপাতাল/বিশেষায়িত হাসপাতাল পর্যায় থেকে আবেদন প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে ৬টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হতো।জেলা পর্যায় ও উপজেলা পর্যায় থেকে প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে যথাক্রমে ৭টি ও ৮টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হতো।বর্তমানে উচ্চতর কোর্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রেষণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করার পর স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে জি.ও. জারি হতে মাত্র ৪টি ধাপ অতিক্রমের প্রয়োজন হয়।এর ফলে ‘প্রেষণ মঞ্জুর সেবা’ স্বল্প সময়ে ও সহজতর উপায়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।	7a2dc/ME-1-114.pdf	

	(খ) সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সেবা সহজিকরণ অর্থবছর:২০২১-২২	সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের পারসোনেল-১ শাখা হতে সেবাটি প্রদানের ক্ষেত্রে সময়, খরচ ও ভ্রমণ (সরকারি অফিসে যাতায়াত) কমানোর উদ্দেশ্য সেবাটি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, যা প্রসেস ইনোভেশন কার্যক্রম হিসেবে পরিগণিত। আলোচ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগের (প্রসেস ইনোভেশন)-এর আওতায় সেবা প্রদানে কয়েকটি ধাপ কমিয়ে সেবাটির সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ (নতুন) প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়। সরকারি মেডিকেল কলেজ হতে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন প্রেরণের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুযায়ী এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর পর্যায়ে ৭টি ধাপ অতিক্রম করতে হতো। কিন্তু স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর হতে আবেদন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রাপ্তিতে দীর্ঘ সূত্রিতা দূরীকরণে নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পর্যায়ের কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুরের আবেদন সরাসরি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ (অনুলিপি স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে প্রেরণ) করা হচ্ছে। পূর্বের প্রসেস ম্যাপ অনুসারে সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর প্রক্রিয়ায় মোট ধাপ সংখ্যা ছিল: ২৮টি, সম্পৃক্ত জনবল ছিল ২৪ জন এবং সময় লাগতো ২৯ দিন। কিন্তু নতুন প্রসস ম্যাপ অনুসারে ধাপ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ২০টি, সম্পৃক্ত জনবল ০৯ জন এবং সময় নির্ধারণ করা হয় ১৮ দিন। মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতষ্ঠানে কর্মরতদের শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত সেবাটি বিদ্যমান প্রসেস ম্যাপ-এর পরিবর্তে নতুন প্রসেস ম্যাপ (সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপ) অনুসরণপূর্বক পরিচালনা করার জন্য এ বিভাগের আওতাধীন স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর-এর মহাপরিচালক এবং দেশের সকল সরকারি মেডিকেল	কার্যকর আছে	নতুন প্রসেস ম্যাপ অনুসারে শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্নে সময় সাশ্রয় হচ্ছে, খরচ কম হচ্ছে, ভ্রমণ কম হচ্ছে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত সেবা প্রণয়ন করা সম্ভব হচ্ছে বিধায় পদ্ধতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের কাছে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।	https://mefwd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mefwd.portal.gov.bd/page/4aa9687a_32e3_46dc_b784_98d578e6b2ed/per-1-65.pdf	-

		কলেজ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অধ্যক্ষ-কে অনুরোধ করা হয়।				
০৩.	সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটাইজ করণ অর্থবছর: ২০২১-২২	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২-এর আওতায় ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত" শীর্ষক কার্যক্রম এর প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিটিজেন চার্টার-এর অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটিকে ডিজিটাইজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এটুআই প্রোগ্রাম-এর কারিগরি সহযোগিতায় উক্ত সেবাটিকে ডিজিটাইজ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিটিজেন চার্টারের অন্তর্গত নাগরিক সেবার আওতায় 'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটি ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সেবাগ্রহীতাদের জন্য MyGov Digitization Platform-এ উন্মুক্তকরা হয়।	কার্যকর আছে	'তথ্য প্রদান' শীর্ষক সেবাটি সেবাগ্রহীতাদের জন্য MyGov Digitization Platform-এ উন্মুক্ত করার ফলে সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছেন।	https://www.mygov.bd/services/info?id=BDGS-1640067802	-
০৪.	অডিট আপত্তি অবহিত ও নিষ্পত্তিকরণ [Audit Tracking System (ATS)] (বাস্তবায়ন: ২০২০-২০২১)।	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রায় ১৩০০ কষ্ট সেন্টারের নিরীক্ষা পরবর্তী আপত্তি জানা না থাকার ফলে আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় অডিট আপত্তির অগ্রিম কিংবা খসড়া অনুচ্ছেদে রুপান্তরিত হয়ে পিএ কমিটিতে উপস্থাপিত হয় এবং মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহিতার সম্মুখিত হতে হয়। এই সকল জটিলতা নিরসনের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের Audit Tracking System (ATS) সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়। উদ্দেশ্যঃ ATS সফটওয়্যারে সকল নিরীক্ষা প্রতিবেদন আপলোড করা হলে অধিদপ্তরাধীন সকল আহরণ-ব্যয়ণ কর্মকর্তাগণ সরাসরি ATS সফটওয়্যার থেকে অডিট আপত্তির প্রতিবেদনের কপি সংগ্রহ করে ব্রডশীট জবাব প্রণয়ন করত: তা ATS সফটওয়্যারে সাবমিট ও করতে পারবেন। অত:পর নিরীক্ষা ইউনিট উক্ত আপত্তির জবাব যাচাই বাছাই করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ অধিদপ্তর আওতাধীন প্রায় ১৩০০ জন ডিডিও তাঁদের অডিট আপত্তি প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির জন্য সারা বছর ব্যাপি উৎকণ্ঠা/ উদ্বেগের মধ্যে থাকেন। ATS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তাঁদের অডিট আপত্তি অবহিত হয়ে ব্রডশীট জবাব প্রদান করতে সক্ষম হবেন। সুবিধাঃ (১) পেনশনের জন্য আবেদনকারীগণ ATS সফটওয়্যার-এ	কার্যকর আছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	Audit Tracking System (ATS) সফটওয়্যারটি অনলাইন সার্ভারে স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতি সত্বর নিম্নের ঠিকানায় সংযোগ পাওয়া যাবে http://ats.dgfp.gov.bd	

		লগইন করে অডিট আপত্তির না-দাবী সম্পর্কে জানতে পারবেন। (২) প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে তাঁদের কোন ভিজিটের প্রয়োজন হবে না। ফলে যাতায়াতের জন্য প্রজাতন্ত্রের কোন অর্থ ব্যয় হবে না। (৩) ডিডিওদের অডিট আপত্তির না-দাবী পত্র প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। (৪) আপত্তি অবহিত, না-দাবী প্রদান ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জনবলের সম্পৃক্তা হ্রাস পাবে।				
০৫.	নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর অনলাইন পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা” অর্থবছর: ২০২০-২১	চাঁদপুর জেলার উপপরিচালক ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণ এবং মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর জন্য একটি সফটওয়্যার (www.pregnantmothercare.gov.bd) তৈরি করেছে। মে’২০১৯খ্রিঃ মাস হতে সফটওয়্যারটি সম্পূর্ন নতুন আঙ্গিকে বাংলায় “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা” নামে হালনাগাদ করা হয় এবং হালনাগাদ সফটওয়্যারে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলার ০১টি করে ০২টি ইউনিয়নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস পায়। জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁদপুর এবং জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর মহোদয় এ সকল তথ্য অনলাইনে মনিটরিং করে থাকেন। ১৫ মে ২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে আয়োজিত ‘ইনোভেশন শোকেসিং’ কর্মশালায় উদ্ভাবনী উদ্যোগটি উপস্থাপন করা হয় এবং তা আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন করার সুপারিশ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে রেপ্লিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ায়, মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যু পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কার্যক্রমটি দলগত অবদানের জন্য কারিগরি ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন পদক-২০১৯ অর্জন করেছে। বর্তমানে ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থপনা কার্যক্রম চাঁদপুর জেলার ০৮টি উপজেলার সর্বমোট ২০টি ইউনিয়নে চলমান রয়েছে।	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে।	http://www.pregnantmothercare.gov.bd/	-
০৬.	Smart MCH Service	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুর	আইডিয়াটি কার্যকর	হ্যাঁ পাচ্ছে।	http://gorvo	-

	Management Software. সংশোধীত শিরোনাম: 'মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল' (ক) গর্ভবতীর আয়না' ও (খ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা। অর্থবছর: ২০২০-২১	রহিম কর্তৃক উদ্ভাবিত দু'টি উদ্যোগ ('গর্ভবতীর আয়না' ও 'গর্ভবতীর গয়না') এর মাধ্যমে 'মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল' যাত্রার সূচনা হয়। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগনের সম্পৃক্ততা এবং স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সিমিন হোসেন রিমির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কাপাসিয়া উপজেলাকে একটি 'মাতৃমৃত্যু মুক্ত উপজেলা' হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. আনুষ্ঠানিকভাবে এই **উদ্ভাবনী প্রকল্পের পাইলটিং শুরু** হয়। পরবর্তীতে এই কার্যক্রমের সাথে আরও নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীল চিন্তা যুক্ত হয়। এই মডেলের বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবন গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ: (ক) গর্ভবতীর আয়না: গর্ভবতীর তথ্য সংগ্রহ করে 'গর্ভবতীর আয়না' নামক সফটওয়্যারে উপজেলার সকল গর্ভবতী মায়ের (৩৭ টি তথ্য সংবলিত) একটি ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গর্ভবতীর ৪ বার প্রসবপূর্ব (ANC) সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। গর্ভবতী মা কখন, কোথায় এবং কার কাছ থেকে কোন সেবা গ্রহণ করবেন তা সেবা গ্রহণের ০৩ দিন পূর্বে ঐ গর্ভবতী মায়ের মোবাইল ফোনে বাংলায় SMS এর মাধ্যমে জানানো হয়। SMS-এ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম ও সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তির মোবাইল ফোন নম্বর (কর্পোরেট নম্বর) উল্লেখ থাকে। চেকআপের নির্দিষ্ট দিনে গর্ভবতী ও তার স্বামীকে ভয়েস কলের মাধ্যমে চেকআপের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। SMS ও Voice call পাওয়ার পরে গর্ভবতী মা যথাসময়ে প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ করেছেন কী না তা (Color Code) এর মাধ্যমে মনিটরিং এর ব্যবস্থা রয়েছে এই সফটওয়্যারে। (খ) গর্ভবতীর গয়না: 'গর্ভবতীর গয়না' (মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা) মূলত ৪৪ পৃষ্ঠার একটি মা ও শিশু স্বাস্থ্য নির্দেশিকা। মাঠ পর্যায়ে নির্ধারিত ফরমে গর্ভবতীর তথ্য সংগ্রহ করে প্রত্যেক গর্ভবতী মাকে আলাদা ID সহ এই 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা' ইস্যু করা হয়। এটি মূলত গর্ভবতী/ প্রসূতি মায়ের জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা।	আছে।	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	botirayena-kapasia.com	

		(গ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্নার: উপজেলার বিভিন্ন স্থান হতে আগত গর্ভবতী/ প্রসূতি মা ও শিশু কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই যাতে একস্থানে সেবা (one stop service) গ্রহণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে স্থাপন করা হয় এই কর্নারটি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও উপজেলা পরিবার পরিকিল্পনা বিভাগের সমন্বয়ে এই কর্নারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) ও মেডিকেল অফিসার (মা ও শিশু-প.প.) এই কর্নারে অবস্থান করে মা ও শিশুদের সেবা প্রদান করে থাকেন। গর্ভবতী/ প্রসূতি মা ও শিশুকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে 'মা ও শিশু বান্ধব হাসপাতাল' ঘোষনা করা হয়। (ঘ) ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন: উপজেলার সকল ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনাসেবা সমুহ, সেবা প্রদানকারী ব্যাক্তির নাম, সেবা কেন্দ্রের অবস্থান ও ফোন নম্বরসহ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও জনবহুল স্থানে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়। সর্বসাধারণের কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ মাতৃত্ব, পুষ্টি, কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি সকল তথ্য পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। (ঙ) নেমপ্লেট স্থাপন: তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদানকারীগণের বাড়ির সামনে ঐ সেবাদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিবরণ ও ফোন নম্বরসহ নেমপ্লেট স্থাপন করা হয়েছে। (চ) 'নিরাপদ মাতৃত্ব দেয়াল' স্থাপন: প্রসব পরিকল্পনা, গর্ভ/প্রসবকালীন করণীয়, গর্ভবতীর বিপদচিহ্ন, নবজাতকের বিপদচিহ্ন, জরুরি এ্যাম্বুলেন্স নম্বরসহ অন্যান্য জরুরি ফোন নম্বর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেন্টারের নম্বর (১৬৭৬৭) এবং পরিবার পরিকল্পনা ও নিরাপদ মাতৃত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের দেয়ালে প্রদর্শনের মাধ্যমে জনসাধারনকে সচেতন করাই এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের উদ্দেশ্য। (ছ) গর্ভবতী সমাবেশ আয়োজনঃ প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রতি ৩ মাস অন্তর গর্ভবতী সমাবেশ আয়োজন করে গর্ভবতী ও				

		তার পরিবারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধসহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। অদক্ষ দাইয়ের মাধ্যমে বাড়িতে প্রসব করানোকে নিরুৎসাহিত করা এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে তথা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি করাতে গর্ভবতী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা। **সাফল্য:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ১০০ উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল 'জনপ্রশাসন পদক-২০২০' অর্জন করে।				
০৭.	পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার স্থাপন ও সেবা প্রদান। অর্থবছর: ২০২০-২১	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রায় ৪,৫০০ পোশাক কারখানা একটি গুরুত্বপূর্ন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পোশাক শিল্প রপ্তানীতে (প্রায় ২৫ বিলিয়ন ইউ এস ডলার) আমরা বিশ্বে এক নাম্বার, যেখানে প্রায় ৪২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন, যার প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ মহিলা। দেশের মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ আসে পোশাক শিল্প কারখানা থেকে। শিল্প নগরী নারায়ণগঞ্জ জেলায় শত শত গার্মেন্টস শিল্প রয়েছে। আর এ গার্মেন্টস কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। দিনে ও রাতের বেশীর ভাগ সময়ই শ্রমিকরা কাজে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু গার্মেন্টসে কর্মীরা দিনের সম্পূর্ন সময় তাদের কর্মস্থলে থাকেন, সেহেতু পরিবার পরিকল্পনার মাঠ কর্মীগণ নিয়মিত তাদের সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের গার্মেন্টস কর্মীরা সরকারের বিনামূল্যে প্রদানকৃত পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি, গর্ভবতী মায়ের চেক আপ, নরমাল ডেলিভারীর ব্যবস্থা করা, মাসিককালীন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ সকল ধরণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং ধারা অনুযায়ী সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সমাজের এই অবহেলিত সংখ্যক স্বাস্থ্য সেবার বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার জন্য উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে সরাসরি শ্রমিক ভাইদের সাহায্যে বেসরকারী শিল্প কারখানায় স্থাপন করা হলো পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার।	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। এ পর্যন্ত পোশাক কারখানায় সরাসরি ৫০০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৬৬১৯ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।		-

		উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় প্রথমবারের মত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে সরাসরি পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেবা ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। বিদ্যমান সম্পদ, জনবল, ঔষধপত্র বরাদ্দের উপর নির্ভর করে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। মালিকপক্ষ ও পোশাক কারখানার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে সেবা প্রদান কালে গার্মেন্টস কর্মীদের পর্যায়ক্রমে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে পাঠাতে পারে এবং এতে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় না। প্রকল্পের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে গার্মেন্টস কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেকশনভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাতে সেবা গ্রহণকালের সময়ে উপস্থিত থেকে কর্মীগণও সেবা গ্রহণ করতে পারে। **পোশাক শিল্পে স্যাটেলাইট কর্ণার সেবার অর্জনঃ** ১। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি ও পারিবারিক পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি। ২। গার্মেন্টসে কর্মীদের ছুটির প্রবনতা কমেছে ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩। মালিক পক্ষের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহবোধ সৃষ্টি হয়েছে। ৪। মোট প্রজনন (TFR) হার হ্রাস ও অপূর্ণ চাহিদার ঘাটতি। ৫। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ৬। মাতৃমৃত্যুর ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। ৭। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮। বিদেশী ক্রেতাদের সন্তুষ্টি (Buyers Satisfaction) হয়েছে।				
০৮.	দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ। অর্থবছর: ২০২০-২১	নোয়াখালী জেলাধীন বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব সেবা চালুর মাধ্যমে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা চালুকরণ।বাড়িতে প্রসবের অনুপযুক্ত পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত গ্রাম্য দাইয়েরা ঝুঁকিপূর্ণ প্রসবসেবা দিয়ে থাকে। মায়ের প্রসবকালীন জটিলতা বৃদ্ধি পায়। উদ্ভুত জটিলতার ব্যবস্থাপনা করা অপ্রশিক্ষিত দাইদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দাইদের অদক্ষতার কারণে মা ও নবজাতকের অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। যথাসময়ে উপযুক্ত সেবাকেন্দ্রে	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে। এই উদ্ভাবনী ধারণা কার্যকর হওয়ার কারণে দূর্গাপুর ইউনিয়নে স্বাভাবিক প্রসব সেবা মোট অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।	https://www.facebook.com/profile.php?id=100085967206997	-

		রেফার করা যায় না। ফলে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর অনেক ঘটনা ঘটে, যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য। বিদ্যমান অবকাঠামো, জনবল ও লজিস্টিকস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ।				
০৯.	মায়ের ক্লাব (Mothers Club)-এর সম্পৃক্ততায় প্রসবপূর্ব সেবা-৪ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা বৃদ্ধিকরণ অর্থবছর: ২০২০-২১	একটি ওয়ার্ডে যতগুলো বাড়ি আছে, প্রত্যেক বাড়ি হতে একজন করে বিবাহিত এবং সামাজিক কর্মকান্ডে আগ্রহী মহিলাকে সদস্য হিসেবে নিয়ে পরিবার কল্যাণ মাতৃসঙ্ঘ গঠন এবং তাদের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবায় শতভাগ সফলতা অর্জন, বাল্য বিবাহ মুক্ত সমাজ গড়া এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	আইডিয়াটি কার্যকর নেই। উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে কার্যক্রমটি চলমান নেই।	কার্যক্রমটি চলমান নেই।		-
১০.	জরায়ুর মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং কার্যক্রম। সংশোধীত শিরোনাম: বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি অর্থবছর: ২০২০-২১	কুষ্টিয়া তথা বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। বাংলাদেশে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের উচ্চ হারের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে বাল্য বিবাহ, অল্পবয়সে যৌন সহবাস, অধিক সন্তান জন্মদান, যৌনবাহিত রোগসমূহ এবং নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থা যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সর্ম্পকিত। এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এর গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল মহিলা এসএসিএমও এবং এফডব্লিউভিদের জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) বিষয়ক ১০ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপ-পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয়। এই সেবা কার্যক্রম এর সাথে সাথে খুব সহজেই সেবা গ্রহীতাকে কাউন্সেলিং এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। **নতুনত্ব (Novelty/Value addition):-** বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এটাই প্রথম। উল্লেখ্য এই সেবার সাথে সমন্বয় (linkage) করে দীঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি করার	আইডিয়াটি কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	http://fpo.kushtiasadar.kushtia.gov.bd/site/innovation_content/c13dc28c-a78a-4cf1-a7ef-d15b4d23d617/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8	-

		ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রমে ভিন্ন মাত্রা (new dimension) যুক্ত করবে।			%E0%A6%BE%E0%A6%B0	
১১.	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি ড্রপআউট হার কমানো অর্থবছর: ২০২০-২১	গ্রাম পর্যায়ে গর্ভবতী ও গর্ভত্তোর মায়েরা যথাযথ সেবা পাচ্ছেনা। এমনকি তারা অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা ডেলিভারী করার ক্ষেত্রে অসচেতন, অনাগ্রহী। সেবা প্রদান কারীরাও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক নন। ফলে সকল মায়ের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না এমনকি নবজাতক অসুস্থতায় ভুগছে মারাও যাচ্ছে। অন্যদিকে খাবার বড়ি গ্রহনকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী কিন্তু মায়েদের খাবার বড়ি দৈনিক খেতে ভুলে যাওয়া। খাবার বড়ি খাবার নিয়মাবলী সঠিক ভাবে না জানা, ফলোআপ ও খাবার বড়ি যথাসময়ে না পাওয়ায় অনাকাংখিত গর্ভধারনের ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি বাধার সম্মুখিন হচ্ছে। এমনকি মায়েদের বিরাট অংশ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এই দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জনগণের দোর গোড়ায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনার সেবা পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীর ড্রপ আউটের হার কমানো বিষয়টি উদ্ভাবনী প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়। গর্ভবর্তী মা ও খাবার বড়ি গ্রহীতাদের ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। গর্ভবতী মা ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীদের যথাসময়ে যথাযথ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সচেতন করার জন্য ও সেবা নেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানমুখী করা। প্রতিমাসে প্রত্যেকটি মায়ের সঙ্গে অন্তত দুইবার যোগাযোগ করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। নির্ধারিত এলাকায় গর্ভবতী মা ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীদের মোবাইল নম্বরসহ ডাটাবেজ তৈরী। গর্ভবতী মাদের সাথে কি কি সেবা কখন ও কোথায় দেয়া হবে সে সর্ম্পকে গ্রুপ মিটিং (স্লাইড সো) করা। পরবর্তীতে সেবা কেন্দ্রগুলিতে আসা ও নিয়মিত চেকআপ করা। দক্ষ সেবা প্রদানকারী বা প্রতিষ্ঠানে ডেলিভারী করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। খাবার বড়ি গ্রহনকারী ও গর্ভবর্তী মায়েদের মাসে কমপক্ষে ৪ দিন ই-কাউন্সিলিং করা এবং প্রয়োজনের রেফার করা। গর্ভবর্তী মা ও খাবার বড়ি গ্রহীতাদের ডাটাবেজ তৈরী করার ফলে মনিটরিং সুপারভিশন সহজতর	কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২২ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর অগ্রগতি ২৬৫২০ জন।	http://fpo.kushtiasadar.kushtia.gov.bd/site/innovation_content/83ab95e6-2279-4d6e-93b0-013b454e608e/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%20%E0%A6%A6%A	-

		হয়েছে। মায়েদের সেবার মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষ সেবা প্রদানকারী দ্বারা ডেলিভারী সম্পন্ন হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাবার বড়ি গ্রহণকারী ড্রপআউটের হার কমেছে ও অনাকাঙ্খিত গর্ভধারন হয়নি। এ সমস্ত সেবা নিতে মায়েদের সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয় হচ্ছে। মায়েদের ভোগান্তি কম হচ্ছে। জুন/২০১৪ মাসে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর ইউনিয়নের ১/খ ইউনিটে পাইলট প্রকল্প হিসেবে কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে প্রথম ১২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পের পর্যালোচনা, শোকেসিংও শেয়ারিং' কর্মশালায় তা উপস্থাপন করা হয়। উক্ত শোকেসিং কর্মশালায় এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন এর সুপারিশ করা হয়। শোকেসিং কর্মশালার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জুলাই/২০১৭ মাস হতে তা কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় রেপ্লিকেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়। সাফল্য: এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ করে এবং জনপ্রশাসন পদক-২০১৭ অর্জন করে।			1%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80	
১২.	'সুখি পরিবার কল সেন্টার ১৬৭৬৭' অর্থবছর: ২০১৯-২০	**'সুন্দর কিছু হোক আলাপে ...'** এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সুখি পরিবার কল সেন্টার ১৬৭৬৭- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল সেবা বিশেষ করে- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাউন্সিলিং সেবা, পরিবার পরিকল্পনার ভিভিন্ন পদ্ধতি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন প্রজজন স্বাস্থ্য, পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সিলিং ইত্যাদি সেবা সারা বছর ২৪/৭ ভিত্তিতে প্রদান করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এজেন্ট ও রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা কল সেন্টারের তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।	সেবাটি অত্যন্ত কার্যকর	হ্যাঁ, ইতোমধ্যে ২.০০ (দুই) লক্ষের অধিক সেবাগ্রহীতা কল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য সেবা গ্রহণ করেছেন।	শর্ট কোড নম্বর ১৬৭৬৭-এ কল করে এ তথ্য সেবা পাওয়া যায়।	-
১৩.	নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর অনলাইন পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার "মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা" অর্থবছর: ২০১৯-২০	চাঁদপুর জেলার উপপরিচালক ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণ এবং মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর জন্য একটি সফটওয়্যার (www.pregnantmothercare.gov.bd) তৈরি করেছে। মে'২০১৯খ্রিঃ মাস হতে সফটওয়্যারটি সম্পূর্ন	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে।	http://www.pregnantmothercare.gov.	-

		নতুন আঙ্গিকে বাংলায় “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা” নামে হালনাগাদ করা হয় এবং হালনাগাদ সফটওয়্যারে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলার ০১টি করে ০২টি ইউনিয়নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস পায়। জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁদপুর এবং জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর মহোদয় এ সকল তথ্য অনলাইনে মনিটরিং করে থাকেন। ১৫ মে ২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে আয়োজিত ‘ইনোভেশন শোকেসিং’ কর্মশালায় উদ্ভাবনী উদ্যোগটি উপস্থাপন করা হয় এবং তা আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন করার সুপারিশ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে রেপ্লিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ায়, মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যু পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কার্যক্রমটি দলগত অবদানের জন্য কারিগরি ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন পদক-২০১৯ অর্জন করেছে। বর্তমানে ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থপনা কার্যক্রম চাঁদপুর জেলার ০৮টি উপজেলার সর্বমোট ২০টি ইউনিয়নে চলমান রয়েছে।			bd/	
১৪.	সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Asset Management System) অর্থবছর: ২০১৮-১৯	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) USAID এর অর্থায়নে Save the Children, Bangladesh এর কারিগরি সহায়তায় নিপোর্ট এবং এর অধীন ২০ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Regional Training Centre) এর জন্য একটি ওয়েব বেইজড সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Asset Management System-AMS) সফটওয়্যার প্রণয়ন করেছে। সফটওয়্যারটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যথাযথ সংরক্ষণ এবং সঠিক ও সময়োপযোগী নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ, সম্পদের চাহিদা প্রেরণ, বিতরণ ও সংগ্রহে আর্থিক সাশ্রয় নিশ্চিত করা । তাছাড়া সকল সম্পদের ইতিবৃত্ত এবং প্রকৃত অবস্থান ও ব্যবহারকারীর সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করাও সফটওয়্যারটির অন্যতম উদ্দেশ্য। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি	**কার্যকর নেই** (বিশেষ পরিস্থিতিতে নিপোর্টের নিজস্ব সার্ভার বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-বিসিসি তে রক্ষিত ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে স্থানান্তরের সময় সফটওয়্যারটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সফটওয়্যারটির ডেভেলপার টিমকে সমস্যা অবহিত করা হলে সোর্স কোডের অভাবে সমাধান করা	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) এর প্রধান কার্যালয় সহ আওতাধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) তে অবস্থিত অস্থাবর সম্পদসমূহের সঠিক অবস্থান নির্ণয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাঝে সঠিক পরিমাণে চাহিদা ভিত্তিক বিতরণের	সেবার লিংক (http://119.148.54.58)	

		জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্টের বিভিন্ন ধরণের সম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদের ক্যাটাগরিভিত্তিক পরিমাণ কত, সম্পদগুলো কোথায়, কার নিকট বা কোন অবস্থানে কি অবস্থায় রয়েছে, কবে ক্রয় করা হয়েছে,সম্পদের মুল্য কত, কোন কোন সম্পদের মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রয়োজন, কোন সম্পদ হারানো গেলে ইত্যাদি বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সনাতন সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জানা বা নির্ণয় করা খুব কঠিন ছিল। শুধু তাই নয়, কোন একটি সম্পদের চাহিদা এবং ঐ সম্পদটি ক্রয় বা সরবরাহ ও সংগ্রহের প্রক্রিয়াও অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল। যেহেতু, নিপোর্ট একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাই সারা বছরই কোন না কোন প্রশিক্ষণ চলমান থাকে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর পূর্বে শ্রেণিকক্ষের, প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ সামগ্রীর সরবরাহ বা সেগুলোর প্রাপ্যতা যথোপযুক্ত/ সঠিকভাবে আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। চলমান ব্যবস্থায় এসব তথ্যাদিও সঠিকভাবে পাওয়া সবসময় সম্ভব হয়না। বর্ণিত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে এবং নিপোর্টের সামগ্রীর সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সহজতর ও যুগোপযোগী করার জন্য দীর্ঘ ১০ মাস (অক্টোবর ২০১৭- জুলাই ২০১৮) বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বর্তমান এ ওয়েব বেইজড AMS প্রণয়ন করা হয়েছে। AMS প্রণয়নের জন্য যেসব ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ○ নিপোর্ট ও এর অধীন বিভিন্ন RTC থেকে বিদ্যমান সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির তথ্য সংগ্রহ; ○ Software Framework প্রণয়ন ও Coding; ○ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আলোকে Software পুনর্গঠন; ○ নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় এবং ০৩টি RTC এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং পাইলটিং; ○ পাইলটিং এর ফলাফলের আলোকে AMS Software টি প্রধান কার্যালয়সহ ২০টি RTC তে Roll-Out/ Scale Up করার লক্ষ্যে চূড়ান্তকরণ; ○ প্রধান কার্যালয় ও ২০টি RTC-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চূড়ান্ত কার্যক্রম শুরু ;	সম্ভব হয়নি।)	জন্য খুবই কার্যকর পদ্ধতি। সফটওয়্যারটি অকার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার হচ্ছিল।		

		○ নিপোর্টের সার্ভার প্রস্তুতপূর্বক এ সার্ভারে ডাটাবেস স্থানান্তর; ○ High Speed Internet ও সার্ভারে Real IP স্থাপন; ○ ams.niport.gov.bd-তে live hosting ○ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ইনোভেশন টিমের মাসিক সভায় সফটওয়্যারটি উপস্থাপন; ○ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট উপস্থাপন;				
১৫.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ড্রপআউট হার কমানো। সংশোধীত শিরোনাম: ডিপো কর্ণার সৃজন ও মোবাইল ভয়েস কল প্রেরণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ও প্রসবপূর্ব/পরবর্তী সেবার ড্রপআউট হ্রাসকরণ। অর্থবছর: ২০১৭-১৮	ডিপো কর্ণার: ৬০ জন সক্ষম দম্পতি নিয়ে একটি কর্ণার যেখানে একজন স্বেচ্ছাসেবক থাকবে (সন্তোষজনক গ্রহীতা বা সাবেক জিও/এনজিও কর্মী স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন)। কর্ণারটি স্বেচ্ছাসেবকের বাড়িতে। ডিপো কর্ণারে পরিবার কল্যাণ সহকারি যেয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ন্যায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, গর্ভবতি মায়ের সেবা, কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবকের কাছে ৬০ জন সক্ষম দম্পতির তালিকা থাকে, কে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা উল্লেখ থাকে তালিকায়। যদি কোন দম্পতি কর্ণারে উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে পরবর্তিতে স্বেচ্ছাসেবকের নিকট মজুদকৃত কন্ট্রসেপটিভস ও আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট (আইএফএ) থেকে তার সুবিধা মতো সময়ে গ্রহণ করতে পারে। মাসে ১ বার বা ২ বার কর্ণারে সেবা প্রদান করে থাকে। মাসের শেষে রেজিস্টারের সঙ্গে মজুদের সমন্বয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে এক মাসের মধ্যে প্রায় ৯০% দম্পতিকে সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়। পূর্বে এ হার ছিল ৩০-৪০%। ফলে, ড্রপ আউট এর হার কমে যায়। উল্লেখ্য যে, সেবা প্রদানকারীকে গর্ভবতিদের চেকআপ করার জন্য বিপি মেশিন, স্টেথেস্কেপ ও ওয়েট মেশিন প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে নড়াইল সদর উপজেলার মাত্র একটি ইউনিয়নের দুটি ইউনিটে ১৯৫০ জন সক্ষম দম্পতি নিয়ে জুন, ২০১৪ সালে এ পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ভাবকের বদলিজনিত কারণে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রাথমিকভাবে তিনটি ইউনিয়নে পাইলটিং শুরু হয় জানুয়ারি/২০১৮ সালে। তাছাড়া কর্নার ভিত্তিক সেবার পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতেও এ সেবা দেয়ার জন্য চালু	আইডিয়াটি কার্যকর নেই। পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে আইডিয়াটি কার্যকর নেই।	উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে রেপ্লিকেশন		-

		করা হয় মেবাইলে ভয়েস কল। তাই স্বয়ংক্রিয় ভয়েস কলের মাধ্যমে গর্ভবতি মহিলাদের সচেতন করার জন্য তৈরী করলেন ওয়েব ভিত্তিক কাস্টমাইজড সফটওয়ার, সেখান থেকে গর্ভবতি মহিলাদের প্রসবপূর্ব ও পরবর্তী জরুরী সেবা ও আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এখন, (জানুয়ারি/২০১৮ খ্রি. থেকে) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় একইভাবে পাইলটিং আকারে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহন সংক্রান্ত সেবা সহজীকরণ (২৩/০২/২০২২খ্রি:) অর্থবছর:২০২১-২২	মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২০ অনুযায়ী সরকারী ও বেসরকারী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন ম্যানুয়াল পদ্দতিতে গ্রহন করা হতো। বর্ণিত নীতিমালার বিধান অনুযায়ী ভর্তিচ্ছু বিদেশি শিক্ষার্থীর ভর্তির আবেদন সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে প্রেরণের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় আবেদন সমূহ স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থীদের মার্কস সমতাকরণ সম্পন্ন করার পর যোগ্য শিক্ষার্থীগন মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত সময়সীমা প্রতিপালনে ব্যত্বয় ও মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত বেসরকারী বেসরকারী মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অনৈতিক তদবিরসহ বিভিন্ন অনিয়মের উদ্ভব ঘটতো। **সেবাসহজীকরণ**: মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস/বিডিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা-২০২১ অনুসরণপূর্ক বিদেশি শিক্ষার্থীদের আবেদন অনলাইনে গ্রহনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।	সেবাটি কার্যকর	হ্যাঁ, সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। অনলাইনে আবেদন গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। অনলাইনে আবেদন না করে কোন শিক্ষার্থী মার্কস সমতাকরণ ব্যতীত সরাসরি কোন বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে না পারায় দালাল চক্রের অপতৎপরতা বন্ধ করা সহজ হয়েছে।	https://foreignstudents.dgme.gov.bd/login	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবার (অধিদপ্তর পর্যায়ের) ডাটাবেজ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ই-এমআইএস কার্যক্রম (DGFP-eMIS)। (স্কেলআপ বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের সর্বস্তরে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রচলনের যে যুগান্তকারী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তারই প্রতিফলন হিসাবে পরিবার কল্যাণ খাতেও নতুন নতুন প্রযুক্তি ভিত্তিক সেবা যুক্ত করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন এমআইএস ইউনিটের আওতায় মাঠপর্যায়ে সেবাপ্রদানকারীগণ eMIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেবা প্রদানের যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ করে থাকেন। eMIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীগণ প্রদত্ত ট্যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে পারেন। একইসাথে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ রিয়েল টাইমে সকল সেবাপ্রদানের তথ্য মনিটর করতে পারেন। eMIS কার্যক্রমের প্রধান ফিচারসমূহ হলোঃ - এটি পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অটোমেটেড সিস্টেম। - Online/offline উভয় মাধ্যমে এতে কাজ করা যায়। - সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল জনসংখ্যা নিবন্ধন করা যায়। - ইউনিক আইডি দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্মীর কাজ ট্রাক করা যায়। - সেবা গ্রহিতার সকল তথ্য সুবিন্যস্তভাবে সংরক্ষিত থাকে। - কমিউনিটি ও ফ্যাসিলিটি পর্যায়ে অর্থাৎ দুই পর্যায়ের কর্মীদের (পরিবার কল্যাণ সহকারী ও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শীকা) উভয়ের মাঝে তথ্য যাচাই বাছাই ও তথ্য বিনিময় করা যায়। -রিয়েল টাইম মনিটরিং ও সুপারভিশন করা যায় এবং যেকোনো তথ্য সাথে সাথেই হাল নাগাদ করা যায়।	কার্যকর রয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪০টি জেলার ৩১৫টি উপজেলায় ই-এমআইএস কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	হ্যাঁ, পাচ্ছে। eMIS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেবাপ্রদানকারীগণ প্রদত্ত ট্যাবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন এবং তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে পারেন। একইসাথে কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ রিয়েল টাইমে সকল সেবাপ্রদানের তথ্য মনিটর করতে পারেন।	http://emis.dgfp.gov.bd সিস্টেমে প্রবেশের জন্য ব্যবহারকারীর ইউজার নাম ও পাসওয়ার্ড আবশ্যক হয়।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		মূলত ৩টি স্তরে eMIS কার্যক্রম বিন্যস্ত হয়েছেঃ ১ম স্তরঃ জনসংখ্যা নিবন্ধন সিস্টেম (এখানে নিবন্ধিত প্রত্যেকের ইউনিক আইডি নাম্বার দেয়া হয়)। ২য় স্তরঃ কমিউনিটি ও ফ্যাসিলিটি মডিউল (এখানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রয়োজনীয় সেবা (কাউন্সেলিং) ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্য সুবিন্যস্ত থাকে এবং কাজ সুপারভিশন করা যায়)। ৩য় স্তরঃ মনিটরিং এন্ড এডমিনিসট্রেটিভ টুলস (এখানে উপজেলা/জেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের, প্রোগ্রাম ম্যানেজারগণ ও সিস্টেমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে মাঠ পর্যায়ের কাজ তদারকি ও মনিটরিং করতে পারবেন)।				
০২.	অডিট আপত্তি অবহিত ও নিষ্পত্তিকরণ [Audit Tracking System (ATS)] (বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২)।	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রায় ১৩০০ কষ্ট সেন্টারের নিরীক্ষা পরবর্তী আপত্তি জানা না থাকার ফলে আপত্তি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ায় অডিট আপত্তির অগ্রিম কিংবা খসড়া অনুচ্ছেদে রুপান্তরিত হয়ে পিএ কমিটিতে উপস্থাপিত হয় এবং মন্ত্রণালয়কে জবাবদিহিতার সম্মুখিত হতে হয়। এই সকল জটিলতা নিরসনের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের Audit Tracking System (ATS) সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়। উদ্দেশ্যঃ ATS সফটওয়্যারে সকল নিরীক্ষা প্রতিবেদন আপলোড করা হলে অধিদপ্তরাধীন সকল আহরণ-ব্যয়ণ কর্মকর্তাগণ সরাসরি ATS সফটওয়্যার থেকে অডিট আপত্তির প্রতিবেদনের কপি সংগ্রহ করে ব্রডশীট জবাব প্রণয়ন করত: তা ATS সফটওয়্যারে সাবমিট ও করতে পারবেন। অত:পর নিরীক্ষা ইউনিট উক্ত আপত্তির জবাব যাচাই বাছাই করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এ অধিদপ্তর আওতাধীন প্রায় ১৩০০ জন ডিডিও তাঁদের অডিট আপত্তি প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তির জন্য সারা বছর ব্যাপি উৎকণ্ঠা/ উদ্বেগের মধ্যে থাকেন। ATS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তাঁদের অডিট আপত্তি অবহিত হয়ে	কার্যকর আছে	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	Audit Tracking System (ATS) সফটওয়্যারটি অনলাইন সার্ভারে স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতি সত্বর নিম্নের ঠিকানায় সংযোগ পাওয়া যাবে http://ats.dgfp.gov.bd	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		ব্রডশীট জবাব প্রদান করতে সক্ষম হবেন। সুবিধাঃ (১) পেনশনের জন্য আবেদনকারীগণ ATS সফটওয়্যার-এ লগইন করে অডিট আপত্তির না-দাবী সম্পর্কে জানতে পারবেন। (২) প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে তাঁদের কোন ভিজিটের প্রয়োজন হবে না। ফলে যাতায়াতের জন্য প্রজাতন্ত্রের কোন অর্থ ব্যয় হবে না। (৩) ডিডিওদের অডিট আপত্তির না-দাবী পত্র প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। (৪) আপত্তি অবহিত, না-দাবী প্রদান ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে জনবলের সম্পৃক্তা হ্রাস পাবে।				
০৩.	‘সুখি পরিবার কল সেন্টার ১৬৭৬৭’ সময়: জুলাই ২০১৮।	**‘সুন্দর কিছু হোক আলাপে ...’** এ শ্লোগানকে সামনে রেখে সুখি পরিবার কল সেন্টার ১৬৭৬৭- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সকল সেবা বিশেষ করে- পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাউন্সিলিং সেবা, পরিবার পরিকল্পনার ভিভিন্ন পদ্ধতি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, কিশোর কিশোরীদের বয়:সন্ধিকালীন প্রজজন স্বাস্থ্য, পরিকল্পিত পরিবার গঠনে প্রাক-বৈবাহিক কাউন্সিলিং ইত্যাদি সেবা সারা বছর ২৪/৭ ভিত্তিতে প্রদান করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এজেন্ট ও রেজিস্টার্ড এমবিবিএস ডাক্তার দ্বারা কল সেন্টারের তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।	সেবাটি অত্যন্ত কার্যকর	হ্যাঁ, ইতোমধ্যে ২.০০ (দুই) লক্ষের অধিক সেবাগ্রহীতা কল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য সেবা গ্রহণ করেছেন।	শর্ট কোড নম্বর ১৬৭৬৭-এ কল করে এ তথ্য সেবা পাওয়া যায়।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৪.	পেনশন সেবা সহজিকরণ দৃষ্টান্ত। (বাস্তবায়ন: জুন ২০১৭)।	পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির সকল কর্মকর্তা এবং অধিদপ্তর পর্যায়ে নিয়োগকৃত সকল কর্মচারীদের পেনশন সেবা কার্যক্রমটির সময়, যাতায়াত সংখ্যা ও ব্যয় হ্রাস করে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে পেনশন সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে এবং প্রশাসন ইউনিট তা বাস্তবায়ন করছে। সহজিকরণের পূর্বে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের ধাপ সংখ্যা ২৯ হতে ২৪ এবং কর্মচারীদের ২৬ হতে ২৩ এ নেমে এসেছে, সেবা প্রদানে ব্যয়িত সময় ৫৬ দিন হতে ৪৮ দিন এবং কর্মচারীদের ৫৪দিন হতে ৪৭দিনে কমে এসেছে, যাতায়াত সংখ্যা ০৪/০৫ বার এর স্থলে ০২ বারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যয় ৫০০০/- হতে ২০০০/- এ নেমে এসেছে। এক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় ধাপ সংখ্যা বেড়ে গেছে। কারণ, সহজিকরণের পূর্বে উপপরিচালক (পার্সোনেল) পদটিতে দীর্ঘদিন কোন কর্মকর্তা পদায়ন ছিল না, বর্তমানে পদটিতে কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে।	পেনশন সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমটি কার্যকর আছে। পেনশন সেবা সহজিকরণের কার্যক্রমটি আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, পেনশনগামীদের চেকলিস্ট অনুযায়ী কাগজপত্র সময়মত না পাওয়া ও প্রস্তাবিত ধাপসমূহ আংশিক অনুসরণ করায় কার্যক্রমটি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।	পেনশন সেবা সহজিকরণ অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পুরোপুরি না পেলেও পূর্বের তুলনায় দ্রুততার সাথে তাঁদের পেনশন কার্যক্রমটি সম্পন্ন হচ্ছে।	অনলাইনে নেই।	
০৫.	ডিজিটাল হেলথ কার্ড সেবা সহজিকরণ পদক্ষেপ। (বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২)।	২০২০ সালের ১৭ মার্চ মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জনাব জাহিদ মালেক মহোদয়ের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC)-তে ডিজিটাল হেলথ কার্ড সেবা শুরু হয়। প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের কাছ থেকে হেলথ কার্ড বাবদ ৫০ টাকা নেয়া হয়। এর যাবতীয় আনুষাঙ্গিক ব্যয় যেহেতু সমাজসেবা বিভাগ নির্বাহ করে থাকে। মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে আয়কৃত অর্থ সমাজসেবা বিভাগে জমা দেয়া হয়ে থাকে। এই ফান্ড গরীব রোগীদের চিকিৎসার টাকা, ঔষধপত্র ও অন্যান্য সেবাদান কর্মসূচিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রতিটি রোগীর (গর্ভবতী মায়ের) ডিজিটাল হেলথ কার্ড-এ তাদের রঙ্গিন ছবি সম্বলিত পরিচিতি থাকে, ফলে সেবাপ্রদানকারীদের হেলথ কার্ড অনুযায়ী নির্দিষ্ট ব্যাক্তিকে সেবা প্রদান সহজতর হয়।	ডিজিটাল হেলথ কার্ড এর মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রমটি MFSTC-তে চলমান রয়েছে।	হ্যাঁ, পাচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৩৬,০০০ জন গর্ভবতী মা-কে হেলথ কার্ড প্রদান করা হয়েছে।	MFSTC'র নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে সকল ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও পরিচালিত করা হয়। http://45.251.56.12:9191/BD_Hospital MFSTC/ সিস্টেমে প্রবেশের জন্য ব্যবহারকারীর ইউজার নাম ও পাসওয়ার্ড আবশ্যক হয়।	বর্তমানে প্রাথমিক ভাবে শুধু গর্ভবতী মায়েদের ডিজিটাল হেলথ কার্ড দেয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে অন্যান্য দের কে

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		হেলথ কার্ড-এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ নিম্নলিখিত সুবিধা প্রাপ্ত হয়ে থাকেনঃ ১। দ্রুত সেবা গ্রহণ ও প্রদানঃ হেলথ কার্ড-ধারী তাদের জন্য আলাদা Counter আছে (1^{st} track)। যার ফলে রোগীদের নতুন করে তথ্য দেয়ার জন্য কিউতে থাকতে হয় না। ২। কাগজপত্রের ঝামেলা থাকে নাঃ অনেক সময় দেখা যায় রোগীর শারীরিক পরীক্ষার রিপোর্ট হারিয়ে ফেলে বা নষ্ট হয়ে যায় অথবা রিপোর্ট বহন করতে চান না। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র হেলথ কার্ড-টি সাথে আনলেই সেবা গ্রহণ সহজতর হয়। ৩। রোগীর ইতিহাসঃ ডাক্তার/সেবাপ্রদানকারী রোগীর হেলথ কার্ড-টি স্কেন করে আগের সব রোগের বা চিকিৎসার ইতিহাস জানতে পারেন এবং আগে কোন ডাক্তার কী সেবা ও ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন তা জানতে পারেন। ৪। তথ্য সংরক্ষণ ও সুরক্ষাঃ আজকের দিনে তথ্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। তাই হেলথ কার্ড-এ যে তথ্য থাকবে তা রোগী না চাইলে অন্য কেউ জানতে পারবে না।				পর্যায়ক্রমে প্রদানের পরিকল্প না রয়েছে।
০৬.	ডিজিটাল হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (DHMIS)। (বাস্তবায়ন: ২০২১-২০২২)	২০২১-২০২২ অর্থবছরে উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (MCHTI), লালকুঠি, মিরপুর-এর সেবা প্রদান কার্যক্রম 'ডিজিটাল হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম' আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। যার মাধ্যমেঃ (১) রোগীর রেজিস্ট্রেশন এবং বারকোড সমৃদ্ধ হেল্থ কার্ড তৈরী করা (২) বহিঃ বিভাগে রোগীর ব্যবস্থাপত্র তৈরী (৩) জরুরী বিভাগে রোগীর ব্যবস্থাপত্র তৈরী (৪) আন্তঃ বিভাগে রোগীর ব্যবস্থাপত্র তৈরী (৫) বহিঃও আন্তঃ বিভাগ ঔষধ বিতরণ ব্যবস্থাপণা (৬) অপারেশন থিয়েটারে অপারেশন নোট তৈরি করা (৭) পোস্ট অপারেশন নোট তৈরি করা (৮) ডেলিভারী নোট তৈরি করা (৯) ল্যাব ব্যবস্থাপনায় এল আই এস সিস্টেম প্রবর্তন করা ও রিপোর্ট প্রদান (১০) এক্সরে ও আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট প্রদান করা (১১) পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান (১২) এম আর এবং ডি এন্ড সি সেবা প্রদান (১৩) হাসপাতালের	হ্যাঁ, সেবা/ আইডিয়াটি মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (MCHTI), লালকুঠি, মিরপুর-এ কার্যকর আছে।	হ্যাঁ, ডিজিটাল হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (DHMIS) ব্যবহার করে নিম্নবর্ণিত সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছেঃ (১) কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি হয়েছে (২) সমন্বয়ের মাধ্যমে সেবাকার্যক্রমের উন্নয়ন হয়েছে (৩) মেডিকেল রেকর্ড ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে (৪) সেবার গুনগতমান বৃদ্ধি হয়েছে (৫) আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে (৬) ল্যাব ব্যবস্থাপনায় এলআইএস সিস্টেম প্রবর্তণের	MCHTI, লালকুঠি, মিরপুর-এর নিজস্ব সার্ভারের মাধ্যমে সকল ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও পরিচালিত করা হয়।	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		এমএসআর মজুদ ও বিতরণ কার্যক্রম (১৪) হাসপাতালের ঔষধ মজুদ ও বিতরণ কার্যক্রম (১৫) হিসাব ব্যবস্থাপণা (১৬) ইনডেন্ট সিস্টেম প্রর্বতন করা (১৭) প্রশিক্ষণ এমআইএস তৈরি করা (১৮) সেবাগ্রহীতাদের এসএমএস প্রদান (১৯) রোগীর ছাড়পত্র প্রদান (২০) জন্ম সনদ প্রদান (২১) রেফারেল ফর্ম তৈরি (২২) সেন্ট্রাল সার্ভারের মাধ্যমে হাসপাতালের তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।		মাধ্যমে রিপোর্টিং সিস্টেম দ্রুত হয়েছে (৭) কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়েছে (৮) মনিটরিং সিস্টেম উন্নত হয়েছে (৯) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন হয়েছে (১০) তথ্য সংরক্ষণ ও পরিকল্পনায় ব্যবহার করা হচ্ছে (১১) তথ্য প্রাপ্যতা সহজলভ্য হয়েছে এবং (১২) মেডিকেল গবেষণার সুযোগ সৃস্টি হয়েছে।		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবার (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের) ডাটাবেজ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১.	নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর অনলাইন পর্যবেক্ষণ সফটওয়্যার “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা” (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	চাঁদপুর জেলার উপপরিচালক ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণ এবং মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যু হার কমানোর জন্য একটি সফটওয়্যার (www.pregnantmothercare.gov.bd) তৈরি করেছে। মে’২০১৯খ্রিঃ মাস হতে সফটওয়্যারটি সম্পূর্ন নতুন আঙ্গিকে বাংলায় “মা ও শিশু সেবা ব্যবস্থাপনা” নামে হালনাগাদ করা হয় এবং হালনাগাদ সফটওয়্যারে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলার ০১টি করে ০২টি ইউনিয়নে উল্লিখিত কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মাতৃ মৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুহার হ্রাস পায়। জেলা পর্যায়ে উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, চাঁদপুর এবং জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর মহোদয় এ সকল তথ্য অনলাইনে মনিটরিং করে থাকেন। ১৫ মে ২০১৯ তারিখ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম যৌথভাবে আয়োজিত ‘ইনোভেশন শোকেসিং’ কর্মশালায় উদ্ভাবনী উদ্যোগটি উপস্থাপন করা হয় এবং তা আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন করার সুপারিশ করা হয়। সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে রেপ্লিকেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হওয়ায়, মাতৃ ও নবজাতক মৃত্যু পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাওয়ায় এবং মাঠ পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত কার্যক্রমটি দলগত অবদানের জন্য কারিগরি ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন পদক-২০১৯ অর্জন করেছে। বর্তমানে ডিজিটাল	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে।	http://www.pregnantmothercare.gov.bd/	উদ্ভাবক: ডাঃ মোঃ ইলিয়াছ, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় চাঁদপুর।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		সেবা ব্যবস্থপনা কার্যক্রম চাঁদপুর জেলার ০৮টি উপজেলার সর্বমোট ২০টি ইউনিয়নে চলমান রয়েছে।				
০২.	Smart MCH Service Management Software. সংশোধীত শিরোনাম: ‘মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল’ (ক) গর্ভবতীর আয়না’ ও (খ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম কর্তৃক উদ্ভাবিত দু’টি উদ্যোগ (‘গর্ভবতীর আয়না’ ও ‘গর্ভবতীর গয়না’) এর মাধ্যমে ‘মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল’ যাত্রার সূচনা হয়। পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ও স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিগনের সম্পৃক্ততা এবং স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সিমিন হোসেন রিমির প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ও দিকনির্দেশনার মাধ্যমে কাপাসিয়া উপজেলাকে একটি ‘মাতৃমৃত্যু মুক্ত উপজেলা’ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি. আনুষ্ঠানিকভাবে এই **উদ্ভাবনী প্রকল্পের পাইলটিং শুরু** হয়। পরবর্তীতে এই কার্যক্রমের সাথে আরও নতুন নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীল চিন্তা যুক্ত হয়। এই মডেলের বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবন গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ: (ক) <u>গর্ভবতীর আয়না:</u> গর্ভবতীর তথ্য সংগ্রহ করে ‘গর্ভবতীর আয়না’ নামক সফটওয়্যারে উপজেলার সকল গর্ভবতী মায়ের (৩৭ টি তথ্য সংবলিত) একটি ডাটা বেইজ তৈরী করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গর্ভবতীর ৪ বার প্রসবপূর্ব (ANC) সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। গর্ভবতী মা কখন, কোথায় এবং কার কাছ থেকে কোন সেবা গ্রহণ করবেন তা সেবা গ্রহণের ০৩ দিন পূর্বে ঐ গর্ভবতী মায়ের মোবাইল ফোনে বাংলায় SMS এর মাধ্যমে জানানো হয়। SMS-এ নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম ও সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তির মোবাইল ফোন নম্বর (কর্পোরেট নম্বর) উল্লেখ থাকে। চেকআপের নির্দিষ্ট দিনে গর্ভবতী ও তার স্বামীকে ভয়েস কলের মাধ্যমে চেকআপের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। SMS ও Voice call পাওয়ার পরে গর্ভবতী মা যথাসময়ে প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণ করেছেন কী না তা (Color Code) এর মাধ্যমে মনিটরিং	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক “মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল” উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।	http://gorvobotirayena-kapasia.com	উদ্ভাবক: জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুাপাসিয়া, গাজীপুর।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		এর ব্যবস্থা রয়েছে এই সফটওয়্যারে। (খ) গর্ভবতীর গয়না: 'গর্ভবতীর গয়না' (মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা) মূলত ৪৪ পৃষ্ঠার একটি মা ও শিশু স্বাস্থ্য নির্দেশিকা। মাঠ পর্যায়ে নির্ধারিত ফরমে গর্ভবতীর তথ্য সংগ্রহ করে প্রত্যেক গর্ভবতী মাকে আলাদা ID সহ এই 'মা ও শিশু স্বাস্থ্য সহায়িকা' ইস্যু করা হয়। এটি মূলত গর্ভবতী/ প্রসূতি মায়ের জন্য একটি সহায়ক নির্দেশিকা। (গ) মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্নার: উপজেলার বিভিন্ন স্থান হতে আগত গর্ভবতী/ প্রসূতি মা ও শিশু কোন প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই যাতে একস্থানে সেবা (one stop service) গ্রহণ করতে পারেন সে লক্ষ্যে স্থাপন করা হয় এই কর্নারটি। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও উপজেলা পরিবার পরিকিল্পনা বিভাগের সমন্বয়ে এই কর্নারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী), জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) ও মেডিকেল অফিসার (মা ও শিশু-প.প.) এই কর্নারে অবস্থান করে মা ও শিশুদের সেবা প্রদান করে থাকেন। গর্ভবতী/ প্রসূতি মা ও শিশুকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে 'মা ও শিশু বান্ধব হাসপাতাল' ঘোষনা করা হয়। (ঘ) ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন: উপজেলার সকল ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রদত্ত স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনাসেবা সমুহ, সেবা প্রদানকারী ব্যাক্তির নাম, সেবা কেন্দ্রের অবস্থান ও ফোন নম্বরসহ প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ ও জনবহুল স্থানে ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়। সর্বসাধারণের কাছে পরিবার পরিকল্পনা সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ মাতৃত্ব, পুষ্টি, কিশোর কিশোরীর স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি সকল তথ্য পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। (ঙ) নেমপ্লেট স্থাপন: তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদানকারীগণের বাড়ির সামনে ঐ				

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		সেবাদানকারী কর্তৃক প্রদত্ত সেবার বিবরণ ও ফোন নম্বরসহ নেমপ্লেট স্থাপন করা হয়েছে। (চ) 'নিরাপদ মাতৃত্ব দেয়াল' স্থাপন: প্রসব পরিকল্পনা, গর্ভ/প্রসবকালীন করণীয়, গর্ভবতীর বিপদচিহ্ন, নবজাতকের বিপদচিহ্ন, জরুরি এ্যাম্বুলেন্স নম্বরসহ অন্যান্য জরুরি ফোন নম্বর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের কল সেন্টারের নম্বর (১৬৭৬৭) এবং পরিবার পরিকল্পনা ও নিরাপদ মাতৃত্ব সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের দেয়ালে প্রদর্শনের মাধ্যমে জনসাধারনকে সচেতন করাই এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের উদ্দেশ্য। (ছ) গর্ভবতী সমাবেশ আয়োজনঃ প্রতিটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে প্রতি ৩ মাস অন্তর গর্ভবতী সমাবেশ আয়োজন করে গর্ভবতী ও তার পরিবারকে স্বাস্থ্য শিক্ষা, বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধসহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। অদক্ষ দাইয়ের মাধ্যমে বাড়িতে প্রসব করানোকে নিরুৎসাহিত করা এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে তথা প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি করাতে গর্ভবতী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা। **সাফল্য:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক "মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল" উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ১০০ উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মাতৃমৃত্যু মুক্ত কাপাসিয়া মডেল 'জনপ্রশাসন পদক- ২০২০' অর্জন করে।				
০৩.	মা সমাবেশ (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: অক্টোবর ২০১৯)	প্রতি ২ (দুই) মাসে প্রত্যেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ইউনিয়নের সকল গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মাদের সমাবেশ করে এএনসি সেবা, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান, আয়রন/ফলিক এসিড প্রদান , প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও সেবা প্রদান করা ও তাদের মোবাইল ফোনে ট্রেকিং /যোগাযোগ	আইডিয়াটি কার্যকর রয়েছে। প্রথমে আইডিয়াটি কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় শুরু	হ্যাঁ, সেবাগহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।		জনাব বিধান কান্তি রুদ্র, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার। বর্তমানে: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		স্থাপন করা হয়। কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ডেলিভারীর ব্যাবস্থা করা হয়। প্রসবের পরপর পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয়।	হয়। বর্তমানে তা কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলায় রেপ্লিকেশন হচ্ছে।			কর্মকর্তা, চকরিয়া, কক্সবাজার।
০৪.	পোশাক কারখানায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার স্থাপন ও সেবা প্রদান। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুলাই ২০২১)	বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে প্রায় ৪,৫০০ পোশাক কারখানা একটি গুরুত্বপূর্ন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পোশাক শিল্প রপ্তানীতে (প্রায় ২৫ বিলিয়ন ইউ এস ডলার) আমরা বিশ্বে এক নাম্বার, যেখানে প্রায় ৪২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করেন, যার প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ মহিলা। দেশের মোট রপ্তানী আয়ের শতকরা ৭৬ ভাগ আসে পোশাক শিল্প কারখানা থেকে। শিল্প নগরী নারায়ণগঞ্জ জেলায় শত শত গার্মেন্টস শিল্প রয়েছে। আর এ গার্মেন্টস কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে। দিনে ও রাতের বেশীর ভাগ সময়ই শ্রমিকরা কাজে ব্যস্ত থাকে। যেহেতু গার্মেন্টসে কর্মীরা দিনের সম্পূর্ন সময় তাদের কর্মস্থলে থাকেন, সেহেতু পরিবার পরিকল্পনার মাঠ কর্মীগণ নিয়মিত তাদের সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের গার্মেন্টস কর্মীরা সরকারের বিনামূল্যে প্রদানকৃত পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি, গর্ভবতী মায়ের চেক আপ, নরমাল ডেলিভারীর ব্যবস্থা করা, মাসিককালীন পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাসহ সকল ধরণের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং ধারা অনুযায়ী সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সমাজের এই অবহেলিত সংখ্যক স্বাস্থ্য সেবার বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার জন্য উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে সরাসরি শ্রমিক ভাইদের সাহায্যে বেসরকারী শিল্প কারখানায় স্থাপন করা হলো পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্যাটেলাইট কর্ণার। উদ্ভাবনী উদ্যোগের আওতায় প্রথমবারের মত নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলায় বিভিন্ন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে সরাসরি পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেবা	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। এ পর্যন্ত পোশাক কারখানায় সরাসরি ৫০০ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৫৬৬১৯ জনকে সেবা প্রদান করা হয়েছে ।		জনাব প্রদীপ চন্দ্র রায়, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নারায়নগঞ্জ সদর, নারায়নগঞ্জ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। বিদ্যমান সম্পদ, জনবল, ঔষধপত্র বরাদ্দের উপর নির্ভর করে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। মালিকপক্ষ ও পোশাক কারখানার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে সেবা প্রদান কালে গার্মেন্টস কর্মীদের পর্যায়ক্রমে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে পাঠাতে পারে এবং এতে কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি হয় না। প্রকল্পের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকল্পে গার্মেন্টস কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেকশনভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাতে সেবা গ্রহণকালের সময়ে উপস্থিত থেকে কর্মীগণও সেবা গ্রহণ করতে পারে। **পোশাক শিল্পে স্যাটেলাইট কর্ণার সেবার অর্জনঃ** ১। মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি ও পারিবারিক পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি। ২। গার্মেন্টসে কর্মীদের ছুটির প্রবনতা কমেছে ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৩। মালিক পক্ষের মধ্যে সচেতনতা ও আগ্রহবোধ সৃষ্টি হয়েছে। ৪। মোট প্রজনন (TFR) হার হ্রাস ও অপূর্ণ চাহিদার ঘাটতি। ৫। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সংখ্যা বৃদ্ধি। ৬। মাতৃমৃত্যুর ও শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে। ৭। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮। বিদেশী ক্রেতাদের সন্তুষ্টি (Buyers Satisfaction) হয়েছে।				
০৫.	দুর্গাপুর ইউনিয়নে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকরণ। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুলাই ২০২১)	নোয়াখালী জেলাধীন বেগমগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২৪/৭ নিরাপদ স্বাভাবিক প্রসব সেবা চালুর মাধ্যমে শতভাগ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা চালুকরণ। বাড়িতে প্রসবের অনুপযুক্ত পরিবেশে অপ্রশিক্ষিত গ্রাম্য দাইয়েরা ঝুঁকিপূর্ণ প্রসবসেবা দিয়ে থাকে। মায়ের প্রসবকালীন জটিলতা বৃদ্ধি পায়। উদ্ভুত জটিলতার ব্যবস্থাপনা করা অপ্রশিক্ষিত দাইদের পক্ষে সম্ভব হয় না। দাইদের	আইডিয়াটি কার্যকর আছে।	হ্যাঁ পাচ্ছে। এই উদ্ভাবনী ধারণা কার্যকর হওয়ার কারণে দূর্গাপুর ইউনিয়নে স্বাভাবিক প্রসব সেবা মোট অনেক বৃদ্ধি	https://www.facebook.com/profile.php?id=100085967206997	উদ্ভাবক: জনাব এ কে এম জহিরুল ইসলাম, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, নোয়াখালী।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		অদক্ষতার কারণে মা ও নবজাতকের অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। যথাসময়ে উপযুক্ত সেবাকেন্দ্রে রেফার করা যায় না। ফলে মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের মৃত্যুর অনেক ঘটনা ঘটে, যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবার মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য। বিদ্যমান অবকাঠামো, জনবল ও লজিস্টিকস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ মানসম্মত সেবা নিশ্চিতকরণ।		পেয়েছে।		
০৬.	মায়ের ক্লাব (Mothers Club)-এর সম্পৃক্ততায় প্রসবপূর্ব সেবা-৪ ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা বৃদ্ধিকরণ (জুলাই ২০২১ রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন শুরু)	একটি ওয়ার্ডে যতগুলো বাড়ি আছে, প্রত্যেক বাড়ি হতে একজন করে বিবাহিত এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী মহিলাকে সদস্য হিসেবে নিয়ে পরিবার কল্যাণ মাতৃসঙ্ঘ গঠন এবং তাদের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা, মা-শিশু স্বাস্থ্য সেবা, কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য সেবায় শতভাগ সফলতা অর্জন, বাল্য বিবাহ মুক্ত সমাজ গড়া এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।	আইডিয়াটি কার্যকর নেই। উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে কার্যক্রমটি চলমান নেই।	কার্যক্রমটি চলমান নেই।		উদ্ভাবক: জনাব ইফতেখার আহমদ চৌধুরী, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফেনী সদর,ফেনী।
০৭.	জরায়ুর মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং কার্যক্রম। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন : জুলাই ২০২১) সংশোধীত শিরোনাম: বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি	কুষ্টিয়া তথা বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার কোন সরকারি প্রতিষ্ঠান নেই। বাংলাদেশে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের উচ্চ হারের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হচ্ছে বাল্য বিবাহ, অল্পবয়সে যৌন সহবাস, অধিক সন্তান জন্মদান, যৌনবাহিত রোগসমূহ এবং নিম্ন আর্থ সামাজিক অবস্থা যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সাথে সম্পর্কিত। এ লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এর গাইনি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল মহিলা এসএসিএমও এবং এফডব্লিউভিদের জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) বিষয়ক ১০ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপ-পরিচালক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা হয়। এই সেবা কার্যক্রম এর সাথে সাথে খুব সহজেই সেবা গ্রহীতাকে কাউন্সেলিং এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি পরিবার	আইডিয়াটি কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে।	http://fpo.kushtiasadar.kushtia.gov.bd/site/innovation_content/c13dc28c-a78a-4cf1-a7ef-d15b4d23d617/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%AD%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6	উদ্ভাবক: জনাব ওমর ফারুক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		পরিকল্পনা পদ্ধতির গ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। **নতুনত্ব (Novelty/Value addition):-** বাংলাদেশে ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ (VIA test) ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং (CBE) সেবা এটাই প্রথম। উল্লেখ্য এই সেবার সাথে সমন্বয় (linkage) করে দীর্ঘমেয়াদি পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অগ্রগতি বৃদ্ধি করার ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে যা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কার্যক্রমে ভিন্ন মাত্রা (new dimension) যুক্ত করবে।			%BE%E0%A6%B0	
০৮.	প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি ড্রপআউট হার কমানো (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুন ২০১৭)	গ্রাম পর্যায়ে গর্ভবতী ও গর্ভত্তোর মায়েরা যথাযথ সেবা পাচ্ছেনা। এমনকি তারা অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা ডেলিভারী করার ক্ষেত্রে অসচেতন, অনাগ্রহী। সেবা প্রদান কারীরাও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক নন। ফলে সকল মায়ের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না এমনকি নবজাতক অসুস্থতায় ভুগছে মারাও যাচ্ছে। অন্যদিকে খাবার বড়ি গ্রহনকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী কিন্তু মায়েদের খাবার বড়ি দৈনিক খেতে ভুলে যাওয়া। খাবার বড়ি খাবার নিয়মাবলী সঠিক ভাবে না জানা, ফলোআপ ও খাবার বড়ি যথাসময়ে না পাওয়ায় অনাকাংখিত গর্ভধারনের ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি বাধার সম্মুখিন হচ্ছে। এমনকি মায়েদের বিরাট অংশ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এই দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জনগণের দোর গোড়ায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনার সেবা পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীর ড্রপ আউটের হার কমানো বিষয়টি উদ্ভাবনী প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়। গর্ভবর্তী মা ও খাবার বড়ি গ্রহীতাদের ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। গর্ভবতী মা ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীদের যথাসময়ে যথাযথ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সচেতন করার জন্য ও সেবা নেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানমুখী করা।	কার্যকর/চলমান আছে।	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৯ থেকে অক্টোবর ২২ পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর অগ্রগতি ২৬৫২০ জন।	http://fpo.kushtiasadar.kushtia.gov.bd/site/innovation_content/83ab95e6-2279-4d6e-93b0-013b454e608e/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95	উদ্ভাবক: জনাব নাসিমা ইয়াসমিন, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া (অবসরপ্রাপ্ত)। বর্তমানে: জনাব ওমর ফারুক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		প্রতিমাসে প্রত্যেকটি মায়ের সঙ্গে অন্তত দুইবার যোগাযোগ করা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া। নির্ধারিত এলাকায় গর্ভবতী মা ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীদের মোবাইল নম্বরসহ ডাটাবেজ তৈরী। গর্ভবতী মাদের সাথে কি কি সেবা কখন ও কোথায় দেয়া হবে সে সর্ম্পকে গ্রুপ মিটিং (স্লাইড সো) করা। পরবর্তীতে সেবা কেন্দ্রগুলিতে আসা ও নিয়মিত চেকআপ করা। দক্ষ সেবা প্রদানকারী বা প্রতিষ্ঠানে ডেলিভারী করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। খাবার বড়ি গ্রহনকারী ও গর্ভবর্তী মায়েদের মাসে কমপক্ষে ৪ দিন ই-কাউন্সিলিং করা এবং প্রয়োজনের রেফার করা। গর্ভবর্তী মা ও খাবার বড়ি গ্রহীতাদের ডাটাবেজ তৈরী করার ফলে মনিটরিং সুপারভিশন সহজতর হয়েছে। মায়েদের সেবার মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষ সেবা প্রদানকারী দ্বারা ডেলিভারী সম্পন্ন হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাবার বড়ি গ্রহণকারী ড্রপআউটের হার কমেছে ও অনাকাঙ্খিত গর্ভধারন হয়নি। এ সমস্ত সেবা নিতে মায়েদের সময়, খরচ ও যাতায়াত সাশ্রয় হচ্ছে। মায়েদের ভোগান্তি কম হচ্ছে। জুন/২০১৪ মাসে এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর ইউনিয়নের ১/খ ইউনিটে পাইলট প্রকল্প হিসেবে কার্যক্রম শুরু করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে প্রথম ১২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ ‘নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পের পর্যালোচনা, শোকেসিংও শেয়ারিং’ কর্মশালায় তা উপস্থাপন করা হয়। উক্ত শোকেসিং কর্মশালায় এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি আঞ্চলিক পর্যায়ে রেপ্লিকেশন এর সুপারিশ করা হয়। শোকেসিং কর্মশালার সুপারিশের প্রেক্ষিতে জুলাই/২০১৭ মাস হতে তা কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় রেপ্লিকেশন কার্যক্রম শুরু করা হয়। সাফল্য: এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শনীতে (শোকেসিং) অংশগ্রহণ			%20%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80	

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		করে এবং জনপ্রশাসন পদক-২০১৭ অর্জন করে।				
০৯.	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ড্রপআউট হার কমানো। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: জুন ২০১৭) সংশোধীত শিরোনাম: ডিপো কর্ণার সৃজন ও মোবাইল ভয়েস কল প্রেরণের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ও প্রসবপূর্ব/পরবর্তী সেবার ড্রপআউট হ্রাসকরণ। (পাইলটিং: জানুয়ারি ২০১৮)।	ডিপো কর্ণার: ৬০ জন সক্ষম দম্পতি নিয়ে একটি কর্ণার যেখানে একজন স্বেচ্ছাসেবক থাকবে (সন্তোষজনক গ্রহীতা বা সাবেক জিও/এনজিও কর্মী স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন)। কর্ণারটি স্বেচ্ছাসেবকের বাড়িতে। ডিপো কর্ণারে পরিবার কল্যাণ সহকারি যেয়ে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ন্যায় পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, গর্ভবতি মায়ের সেবা, কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবকের কাছে ৬০ জন সক্ষম দম্পতির তালিকা থাকে, কে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা উল্লেখ থাকে তালিকায়। যদি কোন দম্পতি কর্ণারে উপস্থিত হতে না পারে, তাহলে পরবর্তিতে স্বেচ্ছাসেবকের নিকট মজুদকৃত কন্ট্রসেপটিভস ও আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট (আইএফএ) থেকে তার সুবিধা মতো সময়ে গ্রহণ করতে পারে। মাসে ১ বার বা ২ বার কর্ণারে সেবা প্রদান করে থাকে। মাসের শেষে রেজিস্টারের সঙ্গে মজুদের সমন্বয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে এক মাসের মধ্যে প্রায় ৯০% দম্পতিকে সেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়। পূর্বে এ হার ছিল ৩০-৪০%। ফলে, ড্রপ আউট এর হার কমে যায়। উল্লেখ্য যে, সেবা প্রদানকারীকে গর্ভবতিদের চেকআপ করার জন্য বিপি মেশিন, স্টেথেস্কেপ ও ওয়েট মেশিন প্রদান করা হয়েছে। প্রথমে নড়াইল সদর উপজেলার মাত্র একটি ইউনিয়নের দুটি ইউনিটে ১৯৫০ জন সক্ষম দম্পতি নিয়ে জুন, ২০১৪ সালে এ পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে উদ্ভাবকের বদলিজনিত কারণে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রাথমিকভাবে তিনটি ইউনিয়নে পাইলটিং শুরু হয় জানুয়ারি/২০১৮ সালে। তাছাড়া কর্নার ভিত্তিক সেবার পাশাপাশি ডিজিটাল পদ্ধতিতেও এ সেবা দেয়ার জন্য চালু করা হয় মেবাইলে ভয়েস কল। তাই স্বয়ংক্রিয় ভয়েস কলের মাধ্যমে গর্ভবতি মহিলাদের সচেতন করার জন্য তৈরী করলেন ওয়েব ভিত্তিক কাস্টমাইজড সফটওয়ার, সেখান	আইডিয়াটি কার্যকর নেই। পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে আইডিয়াটি কার্যকর নেই।	উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে রেপ্লিকেশন		জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, নড়াইল সদর, নড়াইল। পরবর্তীতে: জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		থেকে গর্ভবতি মহিলাদের প্রসবপূর্ব ও পরবর্তি জরুরী সেবা ও আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এখন, (জানুয়ারি/২০১৮ খ্রি. থেকে) মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় একইভাবে পাইলটিং আকারে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।				
১০.	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোরকালীন (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম) প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচারণা। (রেপ্লিকেশন বাস্তবায়ন: সেপ্টেম্বর ২০১৯) সংশোধীত শিরোনাম: প্রতিষ্ঠান ও কমিউনিটি ভিত্তিক প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন:	বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই কিশোর-কিশোরী। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় অভিভাবকসহ সমাজের সকল স্তরের অংশগ্রহণ না থাকায় এই বিশাল জনগোষ্ঠী সেবা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছে না। বিভিন্ন গবেষণার প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বয়সসীমায় কৈশোরকালীন প্রজননস্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য খুবই প্রয়োজনীয় অথচ তারা অবহেলিত। পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের অধীন সাব-এসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO) গণের স্কুল স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমের দায়িত্ব রয়েছে; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সারাদেশে তাদের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। ফলে, কিশোর- কিশোরীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত প্রজননস্বাস্থ্যবিষয়ক তথ্য ও সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কিশোর- কিশোরীর সাথে আন্তঃব্যক্তিক/ প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের অভাবে এবং বিদ্যালয় সময়সূচির সাথে সেবা কেন্দ্রের সময়সূচির সমন্বয় না থাকায় পরিপূর্ণ/ নিরবিচ্ছিন্ন সেবাদান ব্যাহত হচ্ছে। ফলে চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রে এসে তারা সেবা নিতে আগ্রহী হয় না। তাছাড়া, এ বয়সে বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্য ও মানসিক পরিবর্তনের বিষয়ে স্বাভাবিক কৌতূহলের কারণে ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে তারা ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে যার পরিণাম ভোগ করছে কিশোর-কিশোরীসহ তার পরিবার, এমনকি সমাজও। এসকল ভাবনা থেকে এমন একটি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে পঞ্চগড় সদর উপজেলার উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব সাবিহা কবীর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউএনও, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এর সাথে সমন্বয়পূর্বক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর নেই। উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে আইডয়াটি কার্যকর নেই।	উদ্ভাবকের পদোন্নতি ও বদলি জনিত কারণে আইডয়াটি কার্যকর নেই।		উদ্ভাবক: জনাব সাবিহা কবির, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়।

ক্রমিক নং	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
		কর্মকর্তা নির্বাচিত বিদ্যালয় সমূহে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় টীম সদস্যবৃন্দকে সাথে নিয়ে কিশোর-কিশোরীর প্রজনন স্বাস্থ্য, ব্যক্তিগত পরিচ্ছনতা, বিজ্ঞানসম্মত মাসিক ব্যবস্থাপনা, টিটি টিকা, বাল্যবিবাহ ও এর ঝুঁকি, প্রজনন অংগসমূহের যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে। সাথে একটি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সরাসরি সেবা প্রদান করছে। সম্পূর্ণ কাজটি একটি রিসোর্স টীম (DDFP, Chairman, Upazila Parishad, UNO, Vice Chairmen, Upazila Parishad, AC-Land, UH&FPO, UFPO, USEO, MOMCH-FP) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে করে সমাজের নেতৃস্থানীয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণের সান্নিধ্যে কাউন্সিলিং প্রক্রিয়া সহজতর ও অধিকতর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। পঞ্চগড় সদর উপজেলার ২০টি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ২০৯৫ জন শিক্ষার্থীকে এই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্পেইন কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, করোনাকালে জুম এ্যাপের মাধ্যমে জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বিত ভাবে ১১টি কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম সঞ্চালনা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এফডব্লিউএ, এফপিআই এর সহযোগিতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের এমআইএস ইউনিট কর্তৃক সরবরাহকৃত ট্যাব এর মাধ্যমে জুম এ্যাপে প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে। সর্বোপরি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত স্যানিটারি ন্যাপকিন কিশোরীদের মাঝে বিতরণ করে প্রোগ্রামকে আরও বেগবান করা হয়েছে। পাশাপাশি এ্যাডোলিসেন্ট কর্ণার ব্যবহারে তাদেরকে উদবুদ্ধ করা হচ্ছে।				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা এবং সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ।

ক্রমিক	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা এবং সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম (তারিখসহ)	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ৬/০২/২০২২ (২০২১-২২)	স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নে নার্সিং সেবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ লক্ষ্যে উন্নত সেবার একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করে তা অনুযায়ী নার্সিং সেবা প্রদান করলে রোগীদের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	-
২	ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার ৬/০২/২০২২ (২০২১-২২)	উন্নত বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশের নার্সিং পেশাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। নার্সিং শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নার্সিং শিক্ষা কারিকুলাম আপডেটেড করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীরা নার্সিং এর টেকনিক্যাল কাজে ও জ্ঞানে সুদক্ষ হচ্ছে। কিন্তু যুগের চাহিদা অনুযায়ী কর্পোরেট চাকুরির বাজারে উচ্চ বেতনে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সফট স্কিলে ঘাটতি থাকার কারণে এসব চাকুরি অনেক ক্ষেত্রেই অধরা থেকে যাচ্ছে। যারাও বা পাচ্ছেন সঠিক উপস্থাপনা দক্ষতার অভাবে তাদের অনেকের টেকনিক্যাল জ্ঞান যথাযথ ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছেনা। সফট স্কিলের ঘাটতি থাকায় বহির্বিশ্বে দক্ষ নার্স মানবসম্পদ হিসেবে কাজ করতে যেতে পারছেন না আমাদের দেশের অনেক নার্স। এই সুযোগে বহির্বিশ্বের এই বিশাল চাকুরির বাজার দখল করে ফেলছে পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহ। অন্যদিকে সরকারি পর্যায়ে রোগীরা দক্ষ নার্সের সেবা পেলেও প্রত্যাশিত স্মার্ট ওয়ার্ক ডেলিভারির বিষয়ে সেবা গ্রহিতাদের মাঝে প্রায়শই অসন্তুষ্টি বিরাজ করে। এ কারণে এই সেবাটি গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	
৩	তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বদলি কার্যক্রম ৬/০২/২০২২ (২০২১-২২)	বর্তমানে বাংলাদেশে ৪৩ হাজারের ও বেশি নার্স ও ২৫৪৬ মিডওয়াইফ কর্মরত আছে। বদলি সংক্রান্ত কারণে তাদেরকে স্থানীয়ভাবে অনেক হয়রানি হতে হয় এবং ডিজিএনএম এর আসা যাওয়া ও যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে অনেক ভোগানন্তিতে পরতে হয়। যার ফলে নার্স ও মিডওয়াইফগণের অনেক টাকা খরচ হয় এবং ডিজিএনএম এর কার্যক্রমের জটিলতা বাড়ে। কাজের দীর্ঘ সূত্রিতা ও জটিলতা কমানোর জন্য পরিকল্পনা মাফিক টিসিভি কমাতে সেবাটি সহজিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	

৪	ডিজিটাইজড সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ৬/০২/২০২২ (২০২১-২২)	অধিদপ্তরের সেবা গ্রহিতা ও সেবা প্রদানকারীর সুবিধার্থে এবংসঠিক তথ্য সহজে পাওয়ার নিমিত্ত সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রদান ফটকে এলইডি মনিটরে ডিসপ্লে এবং ডিজিএনএম এর ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জবাব দিহিতা নিশ্চিত হবে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	
৫	মার্তৃত্বকালীন ছুটি সহজিকরণে ২৫/১০/২০২১ (২০২০-২১)	প্রতিদিন অধিক সংখ্যক আবেদন পত্র জমা; মার্তৃত্বকালীন ছুটির কাছাকাছি সময়ে দরখাস্ত জমা; মার্তৃত্বকালীন ছুটির নীতিমালার অভাব; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যম ব্যতীত দরখাস্ত জমা; বিভাগীয় ও ডিজিএনএম এর শাখা ভিত্তিক জনবলের স্বল্পতা; দূরদুরান্ত থেকে নিজে/বাহক/পত্রবাহক মারফতে আবেদন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর জমা দিতে হয়; সেবা প্রত্যাশীদের আনাগোনায় দৈনিন্দন কাজের বিঘ্ন ঘটায়, সময়মত ছুটি মঞ্জুর হয় না, সেবা প্রত্যাশীদের অসন্তষ্টি বৃদ্ধি পায়, তদবির বেড়ে যায়। এই সেবাটি বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার সন্তুস্টি লাভ, পেশাগত ভাবমূর্তি ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	
৬	“রোগীর সেবায় নাইটিংগেল এপ্রোচ” ২১.১২.২০২১ (২০২০-২১)	ভর্তিকৃত একই রোগীর সেবা ডিউটিরত যে কোন নার্স দিয়ে থাকেন। সারা দিনের ঔষধ রোগীর কাছে দিয়ে দেয়া হয়। নার্সগন সাধারনত দাপ্তরিক কাজে করে থাকেন, যেমন- আউট ডোরে স্লিপ লেখা, লিলেন মেন্টেন করা, স্টোর থেকে ঔষধ আনা, স্টক লেজার মেন্টেন করা, পরিসংখ্যানবিদের কাজ ইত্যাদি। রোগীর ছাড়পত্র নার্স, ডাক্তার অথবা অন্য কোন সহায়ক কর্মচারী দ্বারা বিতরণ করা হয়, কিন্তু ছাড়পত্রের নির্দেশনাবলী সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় না। তাদারকির অভাবে নিম্নমানের সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। যার ফলে রোগীদের বেশী দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রোগীদের মানসম্মত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ সেবাটি খুবই জরুরি।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	
৭	"ক্লাউড নেট” ডিজিটাল সেবা ৯.৫.২০২১ (২০২০-২১)	বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ/জেলা/ইউনিয়ন সাব-সেন্টার (হাসপাতাল/নার্সিং কলেজ/নার্সিং ইনস্টিটিউট) থেকে আগমনের ফলে নার্সিং কর্মকর্তাদের নানা রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়; যেমন-বেশি সময় দরকার হয়, যাতায়ত খরচ বেশী হয়, থাকা খাওয়ার সমস্যা হয়। এ সেবাটি বাস্তবায়নের ফলে ডিজিএনএম-এ আসতে হয় না, সময় ও শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে, খরচ কম হচ্ছে,নার্সিং কর্মকর্তাদের আইটি দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহিতার সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	
৮	দাপ্তরিক চিঠিপত্র সহজিকরণ ৩০.৬.২০১৯ (২০১৯-২০)	রেজিস্ট্রার খাতায় এন্ট্রি করার জন্য তথ্য সম্পর্কিত ছক সুনির্দিস্টভাবে উল্লেখ করা ছিলনা। প্রেরক তার প্রেরিত আবেদন / অন্যান্য পত্র কোথায়, কিভাবে ও কত সময়ের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পৌঁছায় তা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতেন না। কাজের অগ্রগতির তথ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/কর্মকর্তার নিকট থেকে পেতে বিলম্ব / অসুবিধা হতো।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	
৯	“সিনিয়র স্টাফ নার্সগণের জন্য	ওপেন হার্ট সার্জারী অপারেশনের জন্য একটি অপরিহার্য যন্ত্র হার্ট-লাং মেশিন।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	

	পারফিউশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২০১৬-১৭	অপারেশনের সময়ে হার্টটিকে থামানো হলে। লাংসের সকল কাজ এই যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। হার্ট-লাং মেশিন পরিচালনার জন্য অত্যন্ত দক্ষ এবং প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ পারফিউশনিস্ট প্রয়োজন। ১২ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে নিয়ে ৬ মাস ব্যাপী পারফিউশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জটিল হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় ওপেন হার্ট সার্জারী অপারেশনে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র হার্ট-লাং মেশিন পরিচালনার জন্যে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পারফিউশনিস্টের অভাব। পারফিউশনিস্ট সংকটের কারণে কার্ডিয়াক সার্জারী চালু করা কঠিন হয়। ফলে সিনিয়র স্টাফনার্সগণের জন্য পারফিউশন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।				
১০	পিডিএস (Personal Data Sheet) সহজিকরণ ২০১৬-১৭	নব নিয়োগপ্রাপ্ত ৯,৫৯৮ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স এর পিডিএস পূরণের জন্য এই আইডিয়াটি প্রয়োগ করা হয়েছে- ব্যক্তি তার পিডিএস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না; ফরম পূরণে অনীহা ছিল; সংশোধন বা কোন রকম সংযোজন করতে পারতেন না; পাস ওয়ার্ড জানা ছিলনা এবং ফরম পূরণে প্রচারণারও অভাব ছিল।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	
১১	“ভিজিটর ফ্রেন্ডলী সার্ভিসেস” ২০১৬-১৭	অধিদপ্তরে হেল্প ডেক্স, হট লাইন ও লিখিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিল না। প্রতিদিন অতিরিক্ত ভিজিটরদের আনাগোনায় দৈনিন্দন কাজের বিঘ্ন ঘটে। যার প্রেক্ষিতে ভিজিটর ফ্রেন্ডলি সার্ভিসেস” জরুরি হয়ে পরে। হেল্পডেস্ক গঠন এবং হেল্প ডেস্ক ইনচার্জ ও সহকারী স্টাফ মনোনয়ন করা হয়। ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা, দর্শনার্থীদের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড তৈরী ওঅধিদপ্তরের প্রবেশ পথে ফ্লো চার্ট ডিসপ্লে করা হয়েছে। বিভাগ অনুযায়ী ভিজিট করার দিন এবং সময় নির্ধারন করা হয়েছে। সকলের অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রেজিস্ট্রার বুক, ভিজিটর কার্ড তৈরি করা এবং টোকেন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। নতুন সেবাদান পদ্ধতি অনুযায়ী দর্শনার্থীদের সন্তুষ্টি লাভ, পেশাগত ভাবমূর্তি ও গুনগত মান বৃদ্ধি পাবে।	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
অধিদপ্তর: জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

বিষয়: ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ

ক্রম	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম	সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ	সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না	সেবার লিংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Training Management System) ২০১৮	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) USAID এর অর্থায়নে Save the Children, Bangladesh এর কারিগরি সহায়তায় নিপোর্ট এবং এর অধীন ২০ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Regional Training Centre) এর জন্য একটি ওয়েব বেইজড প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Training Management System-TMS) সফটওয়্যার প্রণয়ন করেছে। সফটওয়্যারটির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য যথাযথ সংরক্ষণ এবং তথ্য উপস্থাপন, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার হালনাগাদকরণ ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একই প্রশিক্ষণার্থীর পুনরায় একই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে পরিহার করা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এ আর্থিক সাশ্রয় ও সার্বক্ষণিক নজরদারি নিশ্চিত করা । তাছাড়া সকল প্রশিক্ষণের ইতিবৃত্ত এবং প্রশিক্ষণের স্থান ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারীর সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করাও সফটওয়্যারটির অন্যতম উদ্দেশ্য। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্টের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মোট কতটি পরিচালিত হয়েছে, কোন গ্রেডের কতজন কর্মকর্তা-কর্মচারী কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, নিপোর্ট ও এর আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর সামগ্রিক তথ্য, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যভান্ডার ও একই প্রশিক্ষণার্থীর পুনরায় একই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ, এলাকা ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক নির্দিষ্ট সময়ে	কার্যকর আছে	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) এর প্রধান কার্যালয় সহ আওতাধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) এর বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Training Management System) এর মাধ্যমে সকল কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। এতে করে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হচ্ছে এবং অর্থের সাশ্রয় ঘটছে। পাশাপশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা আগের তুলনায় সহজতর এবং	সেবার লিংক (Training Management System)	

		প্রশিক্ষণ অগ্রগতি ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ ইত্যাদি বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সনাতন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জানা বা নির্ণয় করা খুব কঠিন ছিল। শুধু তাই নয়, যে কোন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ও উপস্থাপনের প্রক্রিয়াও অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি ও শ্রমসাধ্য ছিল। যেহেতু, নিপোর্ট একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাই সারা বছরই কোন না কোন প্রশিক্ষণ চলমান থাকে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর পূর্বে শ্রেণিকক্ষের, প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ সামগ্রীর সরবরাহ বা সেগুলোর প্রাপ্যতা যথোপযুক্ত/ সঠিকভাবে আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। চলমান ব্যবস্থায় এসব তথ্যাদিও সঠিকভাবে পাওয়া সবসময় সম্ভব হয়না। বর্ণিত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে এবং নিপোর্টের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সহজতর ও যুগোপযোগী করার জন্য দীর্ঘ ১০ মাস (অক্টোবর ২০১৭- জুলাই ২০১৮) বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বর্তমান এ ওয়েব বেইজড TMS প্রণয়ন করা হয়েছে। TMS প্রণয়নের জন্য যেসব ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ○ নিপোর্ট ও এর অধীন বিভিন্ন RTC থেকে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির তথ্য সংগ্রহ; ○ Software Framework প্রণয়ন ও Coding; ○ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আলোকে Software পুনর্গঠন; ○ নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় এবং ০৪ টি RTC এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং পাইলটিং; ○ পাইলটিং এর ফলাফলের আলোকে TMS Software টি প্রধান কার্যালয়সহ ২০ টি RTC তে Roll-Out/ Scale Up করার লক্ষ্যে চূড়ান্তকরণ; ○ প্রধান কার্যালয় ও ২০ টি RTC-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চূড়ান্ত কার্যক্রম শুরু ; ○ নিপোর্টের সার্ভার প্রস্তুতপূর্বক এ সার্ভারে ডাটাবেস স্থানান্তর; ○ High Speed Internet ও সার্ভারে Real IP স্থাপন;		সময় কম লাগছে। এতে করে নির্ধারিত অর্থবছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কিত সকল ধরনের তথ্য অল্পসময়ে যাচাইপূর্বক সংরক্ষণের পাশাপাশি রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে অভিন্ন নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।		
২.	সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Asset Management System)	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) USAID এর অর্থায়নে Save the Children, Bangladesh এর কারিগরি সহায়তায় নিপোর্ট এবং এর অধীন ২০ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Regional Training	**কার্যকর নেই** (বিশেষ পরিস্থিতিতে নিপোর্টের নিজস্ব সার্ভার বাংলাদেশ	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) এর	সেবার লিংক (http://119.148.54.58)	

	২০১৮	Centre) এর জন্য একটি ওয়েব বেইজড সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (Asset Management System-AMS) সফটওয়্যার প্রণয়ন করেছে। সফটওয়্যারটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, যথাযথ সংরক্ষণ এবং সঠিক ও সময়োপযোগী নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ, সম্পদের চাহিদা প্রেরণ, বিতরণ ও সংগ্রহে আর্থিক সাশ্রয় নিশ্চিত করা । তাছাড়া সকল সম্পদের ইতিবৃত্ত এবং প্রকৃত অবস্থান ও ব্যবহারকারীর সঠিক তথ্য সংরক্ষণ করাও সফটওয়্যারটির অন্যতম উদ্দেশ্য। নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্টের বিভিন্ন ধরণের সম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদের ক্যাটাগরিভিত্তিক পরিমাণ কত, সম্পদগুলো কোথায়, কার নিকট বা কোন অবস্থানে কি অবস্থায় রয়েছে, কবে ক্রয় করা হয়েছে,সম্পদের মুল্য কত, কোন কোন সম্পদের মেরামত বা প্রতিস্থাপন প্রয়োজন, কোন সম্পদ হারানো গেলে ইত্যাদি বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সনাতন সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে জানা বা নির্ণয় করা খুব কঠিন ছিল। শুধু তাই নয়, কোন একটি সম্পদের চাহিদা এবং ঐ সম্পদটি ক্রয় বা সরবরাহ ও সংগ্রহের প্রক্রিয়াও অত্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যয়বহুল। যেহেতু, নিপোর্ট একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাই সারা বছরই কোন না কোন প্রশিক্ষণ চলমান থাকে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর পূর্বে শ্রেণিকক্ষের, প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসিক সুবিধাসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ সামগ্রীর সরবরাহ বা সেগুলোর প্রাপ্যতা যথোপযুক্ত/ সঠিকভাবে আছে কিনা তা জানা প্রয়োজন। চলমান ব্যবস্থায় এসব তথ্যাদিও সঠিকভাবে পাওয়া সবসময় সম্ভব হয়না। বর্ণিত সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে এবং নিপোর্টের সামগ্রীর সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সহজতর ও যুগোপযোগী করার জন্য দীর্ঘ ১০ মাস (অক্টোবর ২০১৭- জুলাই ২০১৮) বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বর্তমান এ ওয়েব বেইজড AMS প্রণয়ন করা হয়েছে। AMS প্রণয়নের জন্য যেসব ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ ○ নিপোর্ট ও এর অধীন বিভিন্ন RTC থেকে বিদ্যমান সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির তথ্য সংগ্রহ; ○ Software Framework প্রণয়ন ও Coding; ○ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের আলোকে Software পুনর্গঠন;	কম্পিউটার কাউন্সিল-বিসিসি তে রক্ষিত ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে স্থানান্তরের সময় সফটওয়্যারটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে সফটওয়্যারটির ডেভেলপার টিমকে সমস্যা অবহিত করা হলে সোর্স কোডের অভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়নি।)	প্রধান কার্যালয় সহ আওতাধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) তে অবস্থিত অস্থাবর সম্পদসমূহের সঠিক অবস্থান নির্ণয় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মাঝে সঠিক পরিমাণে চাহিদা ভিত্তিক বিতরণের জন্য খুবই কার্যকর পদ্ধতি। সফটওয়্যারটি অকার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত সফলভাবে ব্যবহার হচ্ছিল।		

		○ নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় এবং ০৩টি RTC এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ এবং পাইলটিং; ○ পাইলটিং এর ফলাফলের আলোকে AMS Software টি প্রধান কার্যালয়সহ ২০টি RTC তে Roll-Out/ Scale Up করার লক্ষ্যে চূড়ান্তকরণ; ○ প্রধান কার্যালয় ও ২০টি RTC-এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং চূড়ান্ত কার্যক্রম শুরু ; ○ নিপোর্টের সার্ভার প্রস্তুতপূর্বক এ সার্ভারে ডাটাবেস স্থানান্তর; ○ High Speed Internet ও সার্ভারে Real IP স্থাপন; ○ ams.niport.gov.bd-তে live hosting ○ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ইনোভেশন টিমের মাসিক সভায় সফটওয়্যারটি উপস্থাপন; ○ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ ও এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট উপস্থাপন;				
	নিপোর্ট অ্যাপস (NIPORT Apps) ২০১৯	নিপোর্টের একটি নিজস্ব অ্যাপস রয়েছে। এ অ্যাপসের মাধ্যমে অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিষ্ট্রেশন করা যায়। প্রশিক্ষণার্থীগণ অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করে/না করে নিপোর্টে আগমন করবেন। যদি রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন তাহলে অনুমোদন করা হবে। আর না করা থাকলে নতুন রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনুমোদন করা হবে। প্রশিক্ষণার্থী ইতিপূর্বে নিপোর্টে প্রশিক্ষণ করে থাকলে তার জাতীয় পরিচয় পত্র নং/ নিপোর্ট কোড দ্বারা অনুসন্ধান করে পূর্বের তথ্যের সাথে নতুন প্রশিক্ষণের তথ্য সংযুক্ত করা হবে। এছাড়াও নিপোর্টের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্যসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্যাবলী এই অ্যাপসে সংযুক্ত আছে। গুগল প্লে স্টোর থেকে খুব সহজেই এই অ্যাপসটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে। APPS-টির উদ্দেশ্যঃ ● অনলাইন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন ● দ্বৈততা পরিহার ● প্রশিক্ষণার্থী ডাটাবেইজ তৈরি ● অভিন্ন নিপোর্ট আইডি তৈরি ● কিউআর/ বারকোড সম্বলিত নিপোর্ট আইডি কার্ড তৈরি ● এক নজরে নিপোর্টের তথ্যাবলী (কর্মকর্তাদের তালিকা, প্রশিক্ষণের সারমর্ম, গবেষণার সারমর্ম)	**কার্যকর নেই** (ডেভেলপার টিমের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে নিপোর্ট অ্যাপসটি হালনাগাদ না করার কারণে বর্তমানে গুগল প্লে স্টোর থেকে অটো-রিমুভ প্রক্রিয়ায় সরিয়ে ফেলা হয়েছে)	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) এর প্রধান কার্যালয় সহ আওতাধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI) এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) তে বিদ্যমান/চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন দ্রুততম সময়ে নিপোর্ট অ্যাপস (NIPORT Apps) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যাচ্ছিল। তবে বর্তমানে নিপোর্ট অ্যাপসটি গুগল প্লে স্টোর থেকে অটো-	সেবার লিংক (Not found (google.com))	

		• প্রশিক্ষণপঞ্জি উপকারিতাঃ বর্তমানে প্রচলিত প্রশিক্ষণ নিবন্ধন ব্যবস্থায় কোন প্রশিক্ষণার্থী নিপোর্টে আসার পর কেবলমাত্র একটি খাতায় তাদের নাম ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয় যা অরক্ষিত ও পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য সময় সাপেক্ষ। তাই প্রস্তাবিত পরবর্তী পদ্ধতিতে নিবন্ধন অত্যন্ত সহজ ও সময়োপযোগী হবে। • এই পদ্ধতিতে একটি প্রশিক্ষণার্থী ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে যা নিপোর্টে ইতিপূর্বে ছিলোনা। এতে করে খুব অল্প সময়ে প্রশিক্ষণার্থীর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য খুব অল্প সময়ে পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত হবে। • নিপোর্টে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কোন অভিন্ন কোড বা আইডি নেই যা দ্বারা কোন প্রশিক্ষণার্থী শনাক্ত করা যেতে পারে। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীদের একটি কিউআর/ বারকোড সম্বলিত নিপোর্ট আইডি প্রদান করা যাবে। • বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে দ্বৈততা পহিহার করা অসম্ভব। অনেক সময় একই ব্যক্তি একই কোর্সে একাধিকবার মনোনয়নপ্রাপ্ত হন। বর্তমান পদ্ধতিতে তা রোধ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। • এক নজরে নিপোর্টের তথ্যাবলী (কর্মকর্তাদের তালিকা, প্রশিক্ষণের সারমর্ম, গবেষণার সারমর্ম) দেখা যাবে • প্রশিক্ষণপঞ্জি সহকারে আসন্ন প্রশিক্ষণ ও চলমান প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে।		রিমুভ হয়ে যাওয়ার কারণে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হচ্ছে না।		
	“পরিবার কল্যাণ সহকারী পুন:প্রশিক্ষণ” ই-লার্নিং (আংশিক) কোর্স ২০১৯	বিগত ২০১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘মুক্তপাঠ’ নামক প্রথম জাতীয় প্ল্যাটফরম উদ্বোধন করে বাংলাদেশে ই-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অভিযাত্রা শুরু করেন। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) স্বাস্থ্য সেক্টরের একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটুআই এর সাথে ই-লার্নিং কোর্স প্রণয়ন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এটুআই এর সহযোগিতায় পরবর্তীতে নিপোর্ট ও এর অধীন আরপিটিআই এবং আরটিসির অনুষদবর্গকে এ বিষয়ে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলে। গত ১৩-১৪ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ নিপোর্ট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত “পরিবার কল্যাণ সহকারী পুন:প্রশিক্ষণ” ই-লার্নিং (আংশিক) কোর্সের ই-কন্টেন্ট প্রস্তুতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এটুআই এর ৩জন ই-কন্টেন্ট বিষয়ক বিশেষজ্ঞ	**কার্যকর নেই** (ই-কন্টেন্ট ডেভেলপার টিমের সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার ফলে বিদ্যমান ই-কন্টেন্টগুলো হালনাগাদ না করার কারণে বর্তমানে মুক্তপাঠ ওয়েব প্লাটফর্মে কোর্সটি নিষ্ক্রিয় রাখা হয়েছে)	জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) এর আওতাধীন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) তে বিদ্যমান “পরিবার কল্যাণ সহকারী পুন:প্রশিক্ষণ” কার্যক্রমের সহায়ক হিসেবে পরিবার কল্যাণ সহকারী-এফডব্লিউএ দের জন্য “পরিবার কল্যাণ সহকারী	সেবার লিংক মুক্তপাঠ: শিখুন ... যখন যেখানে ইচ্ছে | (muktopaath.gov.bd)	

		রিসোর্স পার্সন এর উপস্থিতিতে নিপোর্ট, আরপিটিআই ও আরটিসি-এর অনুষদবর্গ ই-কন্টেন্ট প্রস্তুতের কাজ করেন। কর্মশালা শেষে নিপোর্টের মহাপরিচালক ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এর সার্বিক নির্দেশনায় পরিবার কল্যাণ সহকারীদের (FWA)-দের পুন:প্রশিক্ষণ কারিকুলামটির (আংশিক) ই-কন্টেন্ট তৈরি করে মুক্তপাঠে আপলোড করা হয়েছে।		পুন:প্রশিক্ষণ" ই-লার্নিং (আংশিক) কোর্স প্রচলন করা হয়। তবে বর্তমানে ই-কন্টেন্ট হালনাগাদ না হওয়ার কারণে কোর্সটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে।		